দৈব লৌকিকোভয় সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল। ঐ শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহণ পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে শ্রীভোজরাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তার এই।—

[illegible] বর প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ [illegible] স্তব [illegible] কহিল হে দেবি আমার [illegible] রাজা হইবার [illegible] তাহা আমাকে অজরামর করুন। [illegible] শুনিয়া দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে এক ফল [illegible] কহিলেন এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এই কথা বর দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পর দিবসে স্নান [illegible] নিত্যক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে বসিয়া মনে চিন্তা করিলেন আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক আমার চিরকাল বাঁচনে প্রয়োজন কি রাজা ভর্তৃহরি পরমধার্ম্মিক তাঁহার দীর্ঘকাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রানীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন এই প্রযুক্ত রানীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রানী প্রবীন মন্ত্রির সঙ্গে থাকেন এই জন্যে সেই ফল প্রবীন মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন।

পুষ্টান মন্ত্রী এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন সেই বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল এই ফল যদি রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দি তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সেই ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রানীকে দিয়াছিলাম এই গনি কার সহিত রাজার আত্যান্তিকী প্রীতি কি রূপে হইল যে বেশ্যা এই ফল পাইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসারবিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদিবিষয়ে দোষ বিবেচনা করিলেন আমি যে স্ত্রীকে প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়া করিয়া জানি সে আমাতে বিরক্তা হইয়া মন্ত্রিতে অনুরক্তা হয়। সে মন্ত্রী ও রানীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয় সে বেশ্যারো মহিতে অনু রাগ নাহি কেবল ধনেতে অনুরাগ। অতএব স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়েতে প্রীতি করা ভ্রমমাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন তথাতে দেবীদত্ত ফল ভক্ষন করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকিলেন। রাজা ভর্ত্তৃহরির সন্তান ছিল না রাজ্য অরাজক হইল ও চোর দস্যুর ভয় দিনেং অতিশয় হইল।—

অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন ইহাতে মন্ত্রিগণেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্যরক্ষার কারণ রাজ লক্ষণযুক্ত এক ক্ষত্রিয়বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন সেই দিবস রাত্রিযোগে অগ্নিবেতাল আসিয়া সে রাজাকে নষ্ট করিয়া গেলেন। এই রূপ মন্ত্রি গণেরা যখন যাহাকে আনিয়া রাজা করেন তখন তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন ইহাতে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না দুষ্ট লোকের দুষ্টতাতে দেশ দিনে২ নষ্ট হইতে লাগিল। মন্ত্রিগণেরা রাজারক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কোনহ উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন এ রাজ্য অরাজক কেন। মন্ত্রিরা কহিলেন রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন আমরা রাজ্যরক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রিরা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের

রাজা হইলেন আপনকার আজ্ঞানুসারে আমরা আপনং কর্ম্ম করিব।' এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাজ্যোপযুক্ত সুখভোগ করিয়া রাত্রিকালে অগ্নিবেতালের কারণ নানা প্রকার মদ্য মাংস মৎস্য মোদক মিষ্টক পরমান্ন অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত চন্দন পুষ্পমালা নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে রাখিয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তারপর অগ্নিবেতাল খড়্গ হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন অগ্নিবেতাল শুন আপনি যখন আমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য নষ্ট করিবেন কিন্তু আপনকার নিমিত্ত যে সকল খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ আমাকে নষ্ট করিবা। অগ্নিবেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এই অবন্তী দেশ তোমাকে দিলাম পরম সুখে ভোগ করহ কিন্তু আমাকে এই রূপ প্রত্যহ ভোজন করাইবা। রাজাকে ইহা কহিয়া অগ্নিবেতাল সে স্থান হইতে স্বস্থানে গেলেন॥

রাজা প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়া করিয়া সভাতে বসিলেন। মন্ত্রিপ্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপনং মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি অগ্নিবেতালহইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়া রাজাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপনং কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা ভয় ও প্রীতিতে মন্ত্রিপ্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধীন করিয়া দণ্ডনীতিশাস্ত্রের মতে রাজ্যকর্ম্ম করেন। প্রতিদিন রাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বের মত ভোজন করান। এইরূপ ওপায়েতে অগ্নিবেতালকেও বশ করিলেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রি কালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে বেতাল তুমি কি করিতে পার কিবা জান। বেতাল কহিলেন আমি যাহা মনে করি তাহাই করিতে পারি এবং সকলি জানি। রাজা কহিলেন বল দেখি আমার পরমায়ু কত। বেতাল কহিলেন তোমার এক শত বৎসর আয়ু। রাজা কহিলেন আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে সে ভাল নয় অতএব শতের ওপর এক বৎসর অধিক করিয়া কিম্বা শতহইতে এক বৎসর ন্যুন

করিয়া দেও। বেতাল কহিলেন হে রাজা তুমি অতি বী-
সাত্বিক দাতা দয়ালু ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় দেব ব্রাহ্মন পুজক
তোমার আয়ুর্দ্দায় সম্পূর্ন ভোগ হইবে ন্যূনাতিরেক
করিতে কেহ পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট
হইলেন বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পর রাত্রিতে
বেতালের ভোজনের সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধসজ্জাতে
থাকিলেন। বেতাল আসিয়া ভোজনসামগ্রী কিছু না
দেখিয়া রাজার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন
ওরে শঠ রাজা অদ্য আমার খাদ্য দ্রব্য কেন কিছু
করিস নাহি। রাজা কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার
বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক করিতে পারিবা না তবে নিরর্থক তোমা
কে নিত্য কেন ভোজন করাই। বেতাল কহিলেন হাঁ
এখন তোর এমন কথা। আয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর
আজি তোকেই খাইব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা
ক্রোধেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের
সহিত রাজার অনেক ক্ষন পর্য্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল।
বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া
কহিলেন হে রাজা তুমি বড় বলবান তোমার যুদ্ধ পরা
ক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন

তুমি যদ্যপি প্রসন্ন হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও যখন তোমাকে স্মরণ করিব তখন আমার নিকটে আসিবা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পর দিন প্রভাতে মন্ত্রিরা রাজার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এবং রাজার পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রাজার অভিষেক করিলেন। এই রূপে রাজা অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন। ইতো মধ্যে এক দিবস এক যোগী আসিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুমি যদি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ না কর তবে আমি কিছু তোমাকে যাচ্ঞা করি। রাজা কহিলেন হে যোগী আমার যত সম্পত্তি আছে সে সকল সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় তথাপি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী কহিলেন আমি এক মন্ত্রসাধন করিয়াছি তুমি তাহাতে উত্তর সা ধক হও। রাজা স্বীকার করিলেন। তারপর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন হে রাজা এখানহইতে দুই ক্রোশে সিং শপা বৃক্ষে এক শব বাঁধা আছে তাহা শীঘ্র আন। এই মতে রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্মশানে পূর্ব্ব দিগে

নর্ম্মদা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দিরে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শিংশপাবৃক্ষের নিকট গিয়া বৃক্ষের ওপর ওঠিয়া খড়্গেতে শবের বন্ধন কাটিলেন শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষহইতে নামিবামাত্র শব বৃক্ষের ওপর গিয়া পূর্ব্বমত থাকিল। রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে ওঠিয়া শব লইয়া নামেন এই স ময়ে অগ্নিবেতাল রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়া রাজার শ্রম দূর করিয়া কহিলেন। এই পঞ্চবিংশতি কথা বিস্তার বেতাল পঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতাল কহিলেন হে মহারাজ এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে ওত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে সুবর্ণপুরুষ সিদ্ধির কারণ তোমাকে বলি দিবেক এই মনে করিয়াছে অতএব তুমি অত্যন্ত সা বধান থাকিবা এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে তাহা বিবেচনা করিয়া করিবা দুর্জ্জনের ওপকার করাতে ওত্তর কাল ভাল হয় না। রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করিলেন এ যোগী স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া ওদাসীন হইয়াছে আমি দেশের রাজা অনেকের প্রতিপালক আমাকে বলি দিয়া স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধি করিতে

ইচ্ছা করিয়াছে স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয় পর স্বার্থের লেশও নাহি এ দুষ্ট যোগী কেবল আপনারি সুখের কারন অনেকের আত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্ম্মে ওদ্যত হইয়াছে। মূর্খেরা লোভেতে এক জন্মের যৎকিঞ্চিৎ সুখের জন্য এমত পাপ করে সে পাপের ফলে সহস্র জন্মপর্য্যন্ত নানা প্রকার দুঃখ পায়। দুষ্ট লোক যদি পুন্যের সমুদ্রে থাকে তথাপি আপন দুষ্কতা ত্যাগ করে না যেমত ক্ষীর সমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধপান করিয়া থাকে যে সর্প সে সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃতবমন কদাচ করে না। আর সর্পের বিষের দমন মন্ত্র মহৌষধিতে যে মত হয় তেমত নীতিশাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে দুষ্ট লোকের দুষ্কতা অকিঞ্চিৎকর হয়। কিন্তু এ অতি বড় দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজধর্ম্ম। এই রূপ পরামর্শ করিয়া খড়্গহস্ত শীঘ্র আসিয়া যোগীর মস্তক ছেদন করিলেন। মস্তক ছেদন করিবামাত্রে স্বর্ণপুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন এবং তদবধি রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকিলেন। রাজা প্রভাতে পরমানন্দে স্বর্ণপুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন স্বর্ণপুরুষের প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান হইয়া

নানা প্রকার সুখ বিলাস করেন। ইত্যবসরে সিদ্ধসেন নামে এক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ দেশহইতে রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হে রাজন্ সম্পত্তি স্ত্রী হন তোমার এ সম্পত্তি যদি তোমাহইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার কন্যা হইলেন যদি তোমার পিতা হইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার ভগিনী হইলেন যদ্যাপি অন্য কাহারো তুমি পাইয়াছ তবে পরস্ত্রী হইলেন অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ সর্ব্বদা সম্পত্তি ভোগের ওপযুক্ত হন না এই নিমিত্ত সজ্জনেরা সম্পত্তি পাইয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমি ও সজ্জন তোমাকে দান করিবার ওচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন বড় অট্টালিকাতে বসিলে দিবা হস্তী ও ওত্তম অশ্বের ওপরে চড়িলে কিম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে লোক বড় হয় না কিন্তু আপন ধনেতে পরের ধনের ন্যায় মমতা ত্যাগ করিয়া যে ধন দান করে সেই বড় লোক এবং প্রশংসার পাত্র। ইহা মনে স্থির করিয়া এমত দান সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন যে পৃথিবীমণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না দেব লোকপর্য্যন্ত রাজার সুখ্যাতি

হইল। দেবলোকে দেবতারদের রাজা ইন্দ্র তাঁহার সভাতে দেবতারা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রতিষ্ঠা করেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শুনিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্য লোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা শিরোমণি আমার তুল্য অতএব ইন্দ্র দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় আমার সিংহাসন আমি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দিলাম। হে বায়ুদেবতা তুমি দিয়া আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞামাত্রে পবন দেবতা আপন বেগে রাজ সভামধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়। তদনন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের উপদেশে বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসনলাভ হইল রাজা মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সভাসৎ পণ্ডিতেরদের প্রবীন করিলেন। রাজসভাতে প্রত্যহ শতং বেদজ্ঞ বেদান্তী মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ

স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র রত্নশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপনক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহ মিহির ধনন্বন্তরি প্রভৃতি বসেন। পণ্ডিতবর্গের সহিত রাজা নানা শাস্ত্রপ্রসঙ্গে ও বিবিধ প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্যভোগ করেন। প্রথমা পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না পৃথিবী বহুরত্না পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্মবলে তে দুর্লভ কিছু নাহি। শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথা আছে তাহা কহা যায় না। এইরূপে রাজার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসর পরমায়ু হইল। বেতালের কথা স্মরন করিয়া আপন মৃত্যুর সময় হইল ইহা বুঝিলেন বিবেচনা করিলেন যে ক্ষত্রিয় জাতির সম্মুখ যুদ্ধে মরন হইলে অনায়াসে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠানপুরের শালবাহন নামে রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রিগণেরদিগকে সেনা সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্রং রথী অযুতং গজারূঢ় লক্ষং অশ্বারূঢ় নিযুতং উষ্ট্রারূঢ় কোটিং অশ্বতরারূঢ় অর্ব্বুদং ধানুষ্ক বৃন্দং অগ্নিযন্ত্র খর্ব্বং খড়্গচর্ম্ম

ধানুকী শতং কশ তুন বান ধনু ঢাল তরোয়ার খড়্গ বরশা কাটার টাঙ্গি বন্দুক কামান নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র পূরিয়া চালান করিলেন ডেরা দণ্ডা তাম্বু কানাত রাওটি পাল বান নিশান এ সকল চালান করিয়া ঢক্কা জয়ঢক্কা ডঙ্কা ঢোল ডম্ব তাসা সুরফা ভেরী তুরী নফেরী রণশৃঙ্গ জয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্য চালান করিলেন। মন্ত্রিগণেরা রাজার আজ্ঞানুসারে ব্যাপার করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য অশ্বযুক্ত নানা রত্নে খচিত উত্তম রথে আরোহন করিয়া চতুরঙ্গ সেনাতে বেষ্টিত হইয়া শালবাহন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে যুদ্ধস্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সম্মুখ যুদ্ধেতে শালবাহন রাজার অস্ত্র প্রহারেতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গেলেন অবন্তী দেশ অরাজক হইল রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন। রাজার মরণ শুনিয়া পাটরানী মন্ত্রিবর্গেরদিগকে আশ্বাস করিলেন ও কহিলেন তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না আমার গর্ভ আছে ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে ঐ রাজা হইয়া তোমারদের প্রতিপালন করিবেক। অনন্তর কিছু কাল পরে রানী পুত্র প্রসব হইলে পুত্রকে মন্ত্রিরদিগকে সমর্পন

করিলেন আপনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত ওত্তম সুখভোগ করিতে লাগিলেন।-
রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যেতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্য প্রজার পালন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসেন না।—

প্রথম পুত্তলিকার কথা।—

শুন হে রাজা ভোজ সেই অবধি পরম সিংহাসনে কেহ বসেন নাই ইত্তো মধ্যে আকাশবাণী হইল এ সিংহাসনে বসিবার ওপযুক্ত পৃথিবী মণ্ডলে কেহ নহে অতএব পবিত্র স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখ। ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগনেরা সিংহাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিকা কহেন শুন মহারাজ সেই সিংহাসন এই তুমি পাইয়াছ।

পুনশ্চপুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব শুন এক দিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভামধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন ইত্তোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে ওপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে লোক

যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরণ কালে যেমন শরীরে কম্প হয় এবং মুখহইতে কথা নির্গত হয় না ইহারো সেই মত দেখিতেছি অতএব বুঝিলাম ইনি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না। এই পরামর্শ করিয়া রাজা হাজার হূন দেওয়াইলেন হাজার হূন পাইয়াও তথাহইতে গেল না কথাও কিছু কহিল না। তখন রাজা কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জাপ্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হূন দেওয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ। ভিক্ষুক কহিলেন মহারাজ তোমার শত্রুর কীর্ত্তি ঘরহইতে কদাচিৎ কোথায় বাহিরায় না তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে। তোমার কীর্ত্তি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে ইহাকে কবিরা সতী বলেন এই আশ্চর্য্য। রাজা এই কথা শুনিয়া তাহাকে লক্ষ হূন দেওয়াইলেন। তৎপরে যাচক কহিলেন হে রাজন্ নিবেদন করি যে রাজা গুণবান লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় না এবং অনেক বিপত্তিহইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহার বৃত্তান্ত শুন।

বিশালা নামে এক পুরী ছিল তাহার রাজার নাম নন্দ

যুবরাজের নাম বিজয়পাল মন্ত্রির নাম বহশ্রুত গুরুর নাম শারদানন্দ রাণীর নাম ভানুমতী। রাজা রাণী ভানুমতীর রূপ গুণে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া রাজ্যের ভদ্রাভদ্র চিন্তা করেন না যদি কদাচিৎ রাজ কার্য্য করেন তবে ভানুমতীর সহিত সভামধ্যে সিংহাসনে বসিয়া রাজকর্ম্ম করেন। এক দিবস মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ আমি এক নিবেদন করি। রাজসভাতে রাণীর আগমন উচিত নহে। রাজা কহিলেন মন্ত্রী ভাল কহিলা কিন্তু রাণী ব্যতিরেকে আমি এক ক্ষন থাকিতে পারি না। মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানুমতীর রূপ চিত্র করিয়া আপন নিকট রাখ। রাজা চিত্রকরকে ভানুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে চিত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাৎ দিল। রাজা শারদানন্দ গুরুকে চিত্র দেখাইলেন ও কহিলেন চিত্র কেমন হইয়াছে। শারদানন্দ কহিলেন রাণীর রূপ এই বটে কিন্তু ভানুমতীর বাম উরুতে একটি তিল আছে ইহাতে তিল নাহি এইমাত্র বিশেষ। ইহা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন শারদানন্দ ভানুমতীর উরু দেশের তিল কি রূপে জানিলেন কিছু কারন থাকিবে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন শারদানন্দকে নষ্ট

কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা করি লেন রাজা শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না করিয়া বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন নির্ণয় না করিয়া উত্তম পুরুষের বধ করা উপযুক্ত নহে নষ্ট করিলে রাজার পাপ হবে। মনের মধ্যে এই সকল বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তি কার ভিতর ঘর করিয়া শারদানন্দকে রাখিলেন। কিছু দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল মৃগয়া করিতে বনে প্রবেশ করিয়া এক শূকর দেখিলেন শূকরকে মারিবার কারণ পাছে২ গিয়া গহন বন মধ্যে উপস্থিত হইলেন সৈন্য সামন্ত সকল কোন দিগে গেল। রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া জল খুজিলেন অনন্তর এক পুষ্করিণী পাইয়া তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উঠে২ গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও।

রাজপুত্র সেই ক্ষণ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল হে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার ও আমার আহার হওক। বানর কহিল শুন রে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া বসিলেন। বানর রাজপুত্রের ওরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হওক তোমার ভয় আমাহইতে কিছু নাই। রাজপুত্র ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিল নামতে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজপুত্র ভয় করিও না। তারপর প্রাতঃকাল হইল ব্যাঘ্র সে স্থানহইতে গেল। রাজপুত্র বিসেমিরাং কহিয়া বাতুল হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ঘোটক নগর মধ্যে আপন স্থানে গেল রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন যুব

রাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপন পুত্রের অন্বেষণ করিতে বনে গেলেন বনে গিয়া দেখিলেন যে যুবরাজ বনের মধ্যে বিসেমিরা২ বলিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। রাজা যুবরাজকে ঘরে আনিলেন অনেক মন্ত্র মহৌষধি করিলেন কোন প্রকারে ভাল হইল না। রাজা কহিলেন যদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন তবে আমার পুত্রের কি চিন্তা শারদানন্দকে আপনি নষ্ট করিয়াছি। এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজ নিবেদন করি যে গিয়াছে তার শোক করিলে কি হইবে সম্প্রতি সহরে ঢেঁড়ি সর্ব্বত্র ঘোষণা দেয়াও যুবরাজকে যে ভাল করিবে তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজা নগরে ঘোষণা দেওয়াইলেন। মন্ত্রী আপন গৃহে গিয়া শারদানন্দকে এ সকল কহিলেন। শারদানন্দ মন্ত্রীকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহ আমার সাত বৎসরের এক কন্যা আছে সে আপনকার পুত্রকে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে। মন্ত্রী এই সকল কথা রাজার নিকটে কহিলেন। রাজা শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্রীর গৃহে আইলেন যেখানে শারদানন্দ থাকেন তাহার নিকট যবনিকা দেওয়াইলেন যবনিকার বাহিরে রাজা

পুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন বিশ্বাস করিয়া যে যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহাকে যে বধনা করে তাহার কি পুরুষার্থ। এই অর্থের এক শ্লোক পড়িলেন তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বিঅক্ষর ত্যাগ করিয়া সেমিরা ২ কহিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন সেতুবন্ধ গিয়া কিম্বা গঙ্গা সাগরে গিয়া ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নষ্ট হয় মিত্রহত্যার পাপ কোনহ প্রকারে নষ্ট হয় না। ইহা শুনিয়া রাজকুমার সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মিরা২ বলিতে লাগিলেন। শারদানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন মিত্র হিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে যাবৎকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। এই কথা শুনিয়া যুবরাজ মি ছাড়িয়া রা বর্ণ বলিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন রাজা তুমি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে নানাবিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণেরদিগকে দেও গৃহস্থ লোকের দানেতে পাপ যায়। এ সকল শুনিয়া রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যাঘ্র বানরের বৃত্তান্ত সমস্ত রাজার সাক্ষাতে কহিলেন বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রাজা সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে

কহিলেন হে কন্যে তুমি ঘরহইতে কখন যাও না বনে
মধ্যে বানর বাঘ মানুষ ইহারদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়া
কি রূপে জানিলা। ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন
গুরু দেবতার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী
আছেন এই প্রযুক্ত আমি সকল জানি যেমত ভানুমতীর
ঔরূদেশের তিল জানিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া রাজা
বুঝিলেন যে ইনি গুরু শারদানন্দ। তৎপরে রাজা যব
নিকা ওঠাইয়া পুত্রের সহিত গুরুকে প্রণাম করিলেন রাজা
আনন্দিত হইয়া মন্ত্রীকে অনেক প্রশংসা করিলেন ও কহি
লেন মন্ত্রি তুমি ধন্য তোমাহইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রাণ
রক্ষা হইল। এই সমস্ত কথা যাচক বিক্রমাদিত্যকে
কহিলেন হে রাজন্ অতএব কহি যে সজ্জন নিকটে
থাকিলে অনেক ভাল হয়। এই কথা রাজা বিক্রমাদিত্য
ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে কোটি
হুন দিলেন যাচক হুন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন। রাজা
কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার
হুন দিবা যে যাচ্ঞা করিবে তাহাকে দশ হাজার হুন দিবা
যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে তাহাকে লক্ষ দিবা আমি
আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা। প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন

শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব ও দান ও পুতাপ তোমাকে কহিলাম যদি তোমার এ সকল থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও।

ইতি পুথম কথা।—

দ্বিতীয় পুতুলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ অন্য এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সপরিবারে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের দ্বিতীয় পুতুলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ত্ব থাকে সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি রূপ। পুতুলিকা কহিলেন রাজা শুন শুন। অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা করেন এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্য রাজা ভৃত্যবর্গেরদিগকে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি চিত্রকূট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির তার নিকট এক পুষ্পোদ্যান আছে এবং মন্দিরের

সম্মুখে এক নদী আছে সেই নদীতে নিষ্কলঙ্ক
লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই
দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক
স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল কজ্জলের
সমান দৃষ্ট হয়। সেই স্থানে এক যোগী জপ ধ্যান
হোম নিরন্তর করিতেছেন কিন্তু দেবতা প্রসন্না হন নাহি।
এই সকল কথা রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবন করিয়া সেই
স্থানে গিয়া সেই নদীতে স্নান করিয়া আপনাকে নিষ্কলঙ্ক
করিয়া জানিলেন তৎপরে দেবতাকে নমস্কার করিয়া
যোগীর নিকটে গমন করিলেন। রাজা সন্যাসিকে
জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগি তুমি তপস্যা কতকাল করি
তেছ। তপস্বী কহিলেন শুন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়
শ্রাবন ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ন পৌষ মাঘ ফাল্গুন
চৈত্র এই বারমাসে এক বৎসর হয় এমন এক শত বৎসর
তপস্যা করিতেছি তথাপি দেবতা প্রসন্না হন নাই। এই
কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন যে শরীর ধারন করিলে
মরন অবশ্য হয় কিন্তু যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রান
ত্যাগ হয় তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। রাজা এই বিচার
করিয়া অন্তঃকরনে দেবতাকে ভাবনা করিয়া খড়্গ লইয়া

আপনার মস্তক ছেদন করেন এই কালে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন ও কহিলেন তুমি মস্তক ছেদন করিও না তোমার প্রতি সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে ভগবতি এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন এইঁাকে প্রসন্না না হইয়া অতি শীঘ্র আমাকে প্রসন্না হইলেন ইহার কারণ কি। দেবী কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য শুন মন্ত্র তীর্থ দেবতা চিকিৎসক গুরু এই সকলে যাহার যে রূপ ভাবনা তাহার সেই রূপ সিদ্ধ হয় এই সন্যাসির আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাহি। ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর ইহাতে দেবতা নাই কিন্তু দেবতা ভাবেতে থাকেন অতএব ভাব সিদ্ধির কারণ। অনন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে তুষ্টা হইলেন তবে এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিয়া যথেষ্ট ব্যামোহ পাইয়াছেন অতএব এই বর যোগীকে দেন দেবী সেই বর সন্যাসীকে দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য দেবীদত্ত বর তপস্বীকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন। দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন রাজা ভোজ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব দাতৃত্ব শূরত্ব মহাপুরুষত্ব তোমাকে কহিলাম যদ্যপি এই

সকল তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার গুণযুক্ত হও। ইতি দ্বিতীয় কথা।—

তৃতীয় পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপণ করিয়া সিংহাসনের সমীপে যাইবামাত্র তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন। হে ভোজরাজ আমার কথা শুন এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যাহার মহত্ত্ব রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান হয়। রাজা ভোজ বলিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি প্রকার। তৃতীয়া পুত্তলিকা কহিল শুন২ রাজা ভোজ। ঔদার্য্য সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যাহার থাকে তাহাকে দেবতাও শঙ্কা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয় আছে এবম্ভূত রাজা এক দিবস বিচার করিলেন যে দিন আর মেঘ ইহারা যখন হয় তখন কোথাহইতে আইসে এবং যখন যায় তখন কোথায় যায় ইহা বুঝিতে পারা যায় না সম্প্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে পরে কি রূপ হবে ইহার নিশ্চয় নাই। রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথা অক্ষম প্রভৃতিরদিগকে প্রত্যহ যথোচিত

…নে করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পুজারদের স্থানে কর অত্যাল্প গ্রহন করিতে লাগিলেন নানাবিধ যজ্ঞ জপ হোম বলি পূজা বিষয়ে সদৃত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মনকে নিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার সন্তোষ কারণ অপর এক ব্রাহ্মন কে জলদেবতার উপাসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকট পাঠা ইলেন ব্রাহ্মন গিয়া কৃতাঞ্জুলি হইয়া সমুদ্রকে স্তব করি লেন। পরে সমুদ্র সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মন আমি বিক্রমাদিত্যের ভাবেতে প্রসন্ন হইলাম তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি এই চারি রত্ন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দিবা এই রত্নের গুন কহিবা এক রত্নের প্রভাবে খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা মনে করিবেন তৎক্ষনে তাহাই উপস্থিত হইবে দ্বিতীয় রত্নহইতে যথেষ্ট ধন হয় তৃতীয় রত্নের স্থানে রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্য সামন্ত এ সমস্ত মিলে চতুর্থ রত্নের গুনে যাবৎ অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মন চারি রত্ন লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া চারি রত্ন রাজাকে দিলেন এবং মনির প্রভাবও কহিলেন। রাজা দক্ষিনার কারন ঐ চারি মনির মধ্যে এক মনি ব্রাহ্মনকে নিতে বলিলেন। ব্রাহ্মন কহিলেন

আমার স্ত্রী পুত্রবধূ আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে মণি লইতে বলিবেন সেই মণি লইব। ব্রাহ্মণ রাজাকে এই কথা কহিয়া আপন গৃহে গিয়া স্ত্রী ও পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন যাহাতে হস্তী ঘোটক হয় সেই রত্ন আন। স্ত্রী কহিলেন যে মণিতে খাদ্য সামগ্রী হয় তাহাই লও। পুত্রবধূ কহিলেন যে রত্নেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল। ব্রাহ্মণ বলিলেন যাহাতে হীন পুরুষে সে মণি উত্তম। এই রূপে চারি জনেতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা শুনিয়া চারি জনার সন্তোষের জন্যে ঐ চারি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন। তৃতীয় পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ শুন রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব তোমাকে কহিলাম এই রূপ মহত্ত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার।

তৃতীয় কথা সমাপ্তা।—

চতুর্থী পুত্তলিকার কথা।—

পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লগ্ন নিরূপণ করিয়া ভদ্রা

সনের নিকট রাজা ভোজ গেলেন। এ সময়ে সিংহা সনের চতুর্থী পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ আমার কথা শুন। এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের তাঁহার তুল্য মহত্ব যার থাকে সে এই সিংহাসনে বসিবার উপ যুক্ত। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কি প্রকার। পুত্তলিকা কহিলেন শুনহ রাজা ভোজ আবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সম্রাজ্য করেন সেই নগরে শিক্ষা কল্প ব্যাকরন নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দঃ শাস্ত্র এই ছয় অঙ্গের সহিত ঋক্ যজুঃসাম অথর্ব্ব চারি বেদ পূর্ব্বমীমাংসা উত্তর মীমাংসা কর্ম মীমাংসা শাস্ত্র ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল কর্ম ন্যায় বিস্তর স্মৃতিশাস্ত্র পুরানশাস্ত্র এই চতু র্দ্দশ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদি কর্ম অর্থ শাস্ত্র এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থ প্রধান পূর্ব্বোক্ত চতুর্দশ বিদ্যা অদৃষ্টার্থ প্রধান এই সমুদায়ে অষ্টাদশ বিদ্যা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দশ বিদ্যাতে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মন থাকেন তিনি অপুত্রক এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্ত্রী পণ্ডিতকে কহিলেন হে স্বামি আমার গর্ব্ভে যাহাতে পুত্র হয় এমত দেবতার আরাধনা কর। ব্রাহ্মন বলিলেন ব্রাহ্মনী ভাল কহিলা গুরু শুশ্রূষা ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না পুনঃ ব্যতি

রেকে পুত্র হয় না। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া পত্নীর অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন সেই পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইলেন তাহার নাম দেবদত্ত হইল। অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেব দত্তকে তাবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গেলেন দেবদত্ত গৃহধর্ম্ম করত গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের ওপরে আরোহন করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়া ছিলেন বনের মধ্যে মৃগ অন্বেষন করিতেং সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমন করিতেং ঐ দেবদত্ত নাম ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ব ওত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ

দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণেরদের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন সেই উপকার সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন উত্তম লোকের উপকার করিলে সে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে উপকার বিস্মৃত কখন হয় না দেখি রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্যান্ত। এই পরামর্শ করিয়া কোনহ উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্রের অন্বেষণ কারণ নানা স্থানে দূতগণ প্রেষণ করিলেন দূতগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইল না। রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে এক দিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্ত আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন ভৃত্য বনিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাইতেছে। ইত্যবসরে রাজার লোকেরা সে অলঙ্কার সমেত ব্রাহ্মণের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে

দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই কোথায় পাইলি আমার পুত্র বা কোথায়। সে লোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্ত ব্রাহ্মণ আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি আর কিছু জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন বটে আমি দিয়াছি। রাজা কহিলেন তুমি এই অলঙ্কার কোথায় পাইলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাজা বলিলেন আমার পুত্র কোথায়। ব্রাহ্মণ কহিলেন তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন কি রূপে মরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি মারিয়াছি। তদনন্তর রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিরপরাধি রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার ধনলোভে এ পাপবুদ্ধি হইল এই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি। অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণের দিগে অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিগণেরা কহিল যে মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকেরদিগকে নষ্ট

করে তাহাকে রাজা তৎক্ষণে নষ্ট করিবে ইনি রাজপুত্র কে নষ্ট করিয়াছেন ইহাকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ অতএব ইহার বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশহইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রি লোকেরদের বাক্যে আদর না করিয়া ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজসভাতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার করিলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার পূর্ব্বকৃত উপকারেতে তুমি কি রূপ বদ্ধ আছ ইহা বুঝিবার কারণ আমি এ রূপ ব্যাপার করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন। ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন। এই কথা চতুর্থ পুত্তলিকা ভোজ রাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদি ত্যের যে রূপ উপকারজ্ঞতা তুমি আমার প্রমুখাৎ শুনিলা

এই রূপ ওপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে তবে এই সিং হাসনে বসিবার ওপযুক্ত হও। ভোজরাজ এই রূপ ওপকারজ্ঞতা আপনাতে নাই ইহা বুঝিয়া সে দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি চতুর্থী কথা সমাপ্ত।—

পঞ্চমী পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ পুনর্ব্বার অন্য সময় নিরূপন করিয়া অভিষেক কারন মন্ত্রিগনের সহিত সিংহাসনের সমীপে গিয়া ওপস্থিত হইলেন। ইত্যোমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন। শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যার ওদার্য্য রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য থাকে। রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের ওদার্য্য কি রূপ। পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন। অবন্তী নগরে মন্ত্রীগনের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন ইত্যোমধ্যে ক্রীড়াবনের রক্ষক রাজদ্বারে আসিয়া দ্বারিকে কহিলেন আমি রাজার সাক্ষাৎ যাইব তুমি

মহারাজের নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়া দ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বনরক্ষককে রাজ সন্নিধানে লইয়া গেল উদ্যানপালক কপালে দুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি আপনকার ক্রীড়োদ্যানে আম্র নারিকেল গুবাক জম্বীর নাগরঙ্গ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিকা তাল তমাল শাল পিয়াল কদলী কক্কোল লবঙ্গ এলাবতী কেতকী কুন্দ দমনক আদি সকল বৃক্ষ লতা নূতন পল্লব পুষ্প ফলে শোভিত হইয়াছে এই বসন্ত কাল বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহা শুনিয়া রাণীগণের সহিত দাসী ও নর্ত্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে গিয়া শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণা হাস্য লাস্য ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুরা সুরতিতে পণ্ডিতা পদ্মিনী চিত্রিণী স্ত্রীগণেরদের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্প চয়ন করিতেছেন কোথাও জলক্রীড়া করিতেছেন কোন স্থানে গান করিতেছেন কোথাও দুলিতেছেন কোন স্থানে কদলী গৃহে প্রবেশ করিতেছেন কোথাও নারীগণের যার যে অভিলাষ তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া এই কথা বসন্তকালে

শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার সাংসারিক সুখানুভব করিতেছেন। ইত্যবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তপস্বী বহু কালপর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করণে ক্ষীনশরীর রাজার বন বিহার দর্শনে বিকারপ্রাপ্ত চিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি উত্তম বস্ত্র ধারণে দিব্য অলঙ্কার পরণে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন ভক্ষণে উত্তম পালঙ্ক শয়নে সুগন্ধি দ্রব্য ঘ্রাণে জাতীফল লবঙ্গ এলাচী কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বুল চর্ব্বণে গীত বাদ্য শ্রবণে নর্ত্তক নর্ত্তকী নর্ত্তন দর্শনে উত্তম সুন্দরী স্ত্রী সহিত হাস্য কৌতুক করণে যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎ কার হয় তাহা না করিয়া তপস্যা করিলে স্বর্গ সুখ হবে এই ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সুখের কারন এতাবৎ কাল তপস্যা করিয়া কেবল আত্ম বঞ্চনা করিলাম। যে সকল লোক আত্মপ্রবঞ্চনার্থে এই সকল সুখ ভোগ না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখ ভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন পরিধান করেন তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন ভবিষ্যৎ সুখ হওনের প্রমান কি। এই রূপ নাস্তিক মতাবলম্বনে যোগভ্রষ্ট হইয়া

যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকটে আইলেন। রাজা যোগীকে দেখিয়া বহু মানপূর্ব্বক প্রনাম করিয়া আগমন কারন জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগি কিমর্থ আপনকার আমার নিকট আগমন। যোগী কহিলেন হে মহারাজ আমি অনেক কাল অবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি অদ্য আমার আরাধিত দেবতা আমাকে সুপ্রসন্না হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন। রাজা যোগীর এই কথা শ্রবন করিয়া বুঝিলেন যে এ যোগী অনিশ্চিত শাস্ত্রার্থ যোগভ্রষ্ট সাংসারিক সুখার্থে আতুর হইয়াছেন। অতএব আর্ত্তের বাঞ্ছা পুরন কর্ত্তব্য হয়। এই মনের মধ্যে বিচার করিয়া বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম বাটী নির্ম্মান করিয়া যোগীকে দিলেন। এক শত নানালঙ্কারেতে ভুষিতা যুবতী স্ত্রী এক শত গ্রাম অনেক ধন দাস দাসী গো মহিষী হস্তী ঘোটক প্রভৃতি যোগীকে দিয়া আপনি যোগপাদুকাতে আরোহন করিয়া আকাশ পথে বায়ুবেগে রাজধানীতে আইলেন। যোগী বাঞ্ছিতহইতে অধিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকিলেন। এই

কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজ রাজ তোমাতে যদি এতাদৃশ দানশক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ সে দিবস ফিরিয়া গেলেন।—

ইতি পঞ্চমী কথা।—

ষষ্ঠী পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষে কের জন্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় ষষ্ঠী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন মহারাজ ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয় সে এই সিংহা সনে বসিবার যোগ্য। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকারকতা কি। পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম চরিত্রে মনোযোগ কর। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্র মাদিত্য সর্ব্ব দেশের আধিপত্য করেন রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্বস্ববর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্ম্মে দৃষ্টি কদাচ করেন না পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য বলেন না আত্ম শরীরকে অনিত্য করিয়া

জানেন পরমাত্মার চিন্তা নিরন্তর করেন। ঐ পুরীতে ধন দত্ত নামা এক বনিক থাকেন সেই ধনদত্তের এত ধন যে তিনি আপনার ধনের পরিমান আপনি জানেন না যে২ সামগ্রী কোন নগরে নাহি তাহা ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন পরলোকে উপকার হয় এমত পুন্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার অনেক দান ধর্ম্ম করিয়া তীর্থ দর্শন কারণ দেশান্তরে গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের নিকট এক সরোবর থাকে সে সরোবরের চারি দিগে চারি ঘাট চন্দ্র কান্ত মনিতে খচিত আছে ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী ও দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ছিন্ন২ হইয়া পৃথক আছে মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে কথক গুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দিবে তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস হবে। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল তৎপর ধনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত

কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজ রাজ তোমাতে যদি এতাদৃশ দানশক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ সে দিবস ফিরিয়া গেলেন।—

ইতি পঞ্চমী কথা।—

ষষ্ঠী পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্যে সিংহাসনে আরোহন করেন। এই সময় ষষ্ঠী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন মহারাজ ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয় সে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকারকতা কি। পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম চরিত্রে মনোযোগ কর। অবন্তীপুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব দেশের আধিপত্য করেন রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্বস্ববর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্ম্মে দৃষ্টি কদাচ করেন না পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য বলেন না আত্ম শরীরকে অনিত্য করিয়া

জানেন পরমাত্মার চিন্তা নিরন্তর করেন। ঐ পুরীতে ধন দত্ত নামা এক বনিক থাকেন সেই ধনদত্তের এত ধন যে তিনি আপনার ধনের পরিমাণ আপনি জানেন না যেং সামগ্রী কোন নগরে নাহি তাহা ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন পরলোকে উপকার হয় এমত পুণ্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার অনেক দান ধর্ম্ম করিয়া তীর্থ দর্শন কারণ দেশান্তরে গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের নিকট এক সরোবর থাকে সে সরোবরের চারি দিগে চারি ঘাট চন্দ্রকান্ত মনিতে খচিত আছে ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী ও দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ছিন্নং হইয়া পৃথক আছে মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে কথক গুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দিবে তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস হবে। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল তৎপর ধনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত

কথা প্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হীনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য হীনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন গিয়া হীনদত্ত পূর্ব্বে যে সকল কহিয়াছিলেন সে সমস্ত রাজা আপনি সাক্ষাতে দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎকিঞ্চিৎ উপকারের নিমিত্ত উত্তম লোকে প্রাণ দান করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে জীবৎ শরীর হইবে অতএব এ উত্তম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য শরীরধারণে অবশ্য মৃত্যু আছে পরোপকার করিয়া মরিলে পর লোকেও উত্তম গতি হয়। ইহা জানিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাতে আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত ইত্যোমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি প্রসন্না হইলা তবে এই দুই স্ত্রী পুরুষের প্রাণ দান করিয়া এই দেশের রাজত্ব দেও। দেবী ইহা শুনিয়া কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি উত্তম পুরুষ পরোপ

কারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত। ইহা কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস করিয়া এবং সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রাভঙ্গ হইলে ওঠে এই রূপ স্ত্রী পুরুষ দুই জন গাত্রোত্থান করিলেন দেবীর অনুগ্রহে স্ত্রী পুরুষ দুই জন সেই দেশে রাজা রাণী হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আপন রাজধানীতে আইলেন। ষষ্ঠী পুত্তলিকা কহিল হে মহারাজ শুন মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই রূপ পরোপকারক যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। এইরূপ পরোপকারতা আপনাতে নাহি ইহা জানিয়া ভোজরাজ সে দিবস নিরস্ত হইলেন।—

ইতি ষষ্ঠী কথা সমাপ্তা।—

সপ্তমী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার আর এক দিবস অভিষেক কারণ ভোজরাজ সিংহাসনের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হবামাত্রে সপ্তমী পুত্তলিকা কহিল শুন হে ভোজরাজ সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য সর্ব্বগুণীর —

মন্মান ওপকারক হয়। রাজা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্ব্ব প্রাণীরে ওপকারকতা কি মত। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ বিক্রম চরিত্র শুন।—

অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন এক দিবস রাজা সেবকেরদিগেকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা কোন দেশের কেমন চরিত্র জানিয়া আইস। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া নানা দেশ ভ্রমন করিয়া কাশ্মীর দেশে ওপস্থিত হইল সেই দেশে ধনবান এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াছে তাহাতে জল থাকে না পরে এক দিবস আকাশবানী হইল ওত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপন শরীর বলি দেয় তবে এই পুষ্করিণীতে জল থাকিবে নতুবা জল হবে না। এই দিব্য বাক্য শুনিয়া সে ধনী ব্যক্তি দশ ভার সুবর্ণের এক পুরুষ করিয়া তড়াগের সমীপে রাখিল সেই স্থানে প্রস্তর লিখিয়া রাখিল যে বলির জন্য আপন শরীর দিবে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব অন্যং দেশহইতে যেং লোকেরা আইসে তাহার নিজ শরীর বলি দিতে স্বীকার করে না। না পারিয়া ফিরিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভৃত্যেরা এই সকল দেখিয়া

অবন্তী নগরে আসিয়া রাজার সাক্ষাতে নিবেদন
রাজা এ সকল কথা শুনিয়া কৌতুকযুক্ত কাশ্মীর দে
গেলেন সন্ধ্যাকালে সরোবর নিকটে পুষ্পবনে গিয়া
ইষ্ট দেবতার ভাবনা করিলেন। তৎপরে অর্দ্ধরাত্রেতে
রাজা বিক্রমাদিত্য কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে দেবতা
সকল আমি বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি নরবলির রক্ত
পান করিয়া যে দেবতার তৃপ্তি হয় সে দেবতা আমার
রুধির পান করিয়া তুষ্টা হন। ইহা কহিয়া আপনার মস্তক
ছেদন করিলেন। দেবতা তৎক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া
রাজাকে বাঁচাইলেন। এবং কহিলেন হে রাজন্ তোমাকে
প্রসন্না হইলাম বর বাঞ্ছা কর। রাজা বলিলেন হে দেবি
যদি আমাকে তুষ্টা হইলা তবে সকল প্রাণির উপকারের
জন্য এই সরোবর জলে সম্পূর্ণ কর। দেবতা কহিলেন
হে বিক্রমাদিত্য তোমার অতিশয় ধার্ম্মিকতা তোমাকে
অনুগ্রহ করিলাম ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেন রাজা নিজ
দেশে আইলেন। কাশ্মীর দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে
জলপূর্ণ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইল। সপ্তমী
পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য এই

...ণীর উপকারক এমত গুন যদ্যপি তোমার থাকে
...বে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত বট। ইহা শুনিয়া
সে দিবস ভোজরাজ এতাদৃশ সর্ব্ব প্রানি হিতাচরন আপ
নাতে নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন।—

ইতি সপ্তমী কথা সমাপ্তা।—

অষ্টমী পুত্তলিকার কথা।—

তারপর এক দিবস শ্রীভোজরাজ সকল অভিষেক
সামগ্রী লইয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন।
ইত্যবসরে অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ
শুন শ্রী বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরবাঞ্ছাপূরক সেই এ সিং
হাসনে বসিবার উপযুক্ত। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন
রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পরবাঞ্ছাপূরক ছিলেন। পুত্তলি
কা বলিলেন হে রাজন্ শুন অবন্তীপুরে শ্রীবিক্রমাদিত্য
সাম্রাজ্য করেন। ঐ পুরে ত্রিপুরাকর নামে রাজ পুরোহিত
বাস করেন তাঁহার পুত্র কমলাকর নামে তিনি অত্যন্ত
মূর্খ। ত্রিপুরাকর আপন পুত্রকে মূর্খ দেখিয়া সর্ব্বদা ভাবিত
থাকেন এক দিবস আপন পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ

করিতে লাগিলেন। হে পুত্র শুন সংসারে আ
জন্ম অনেক পুণ্যের ফলে পায়। জীব মনুষ্যশরীর পা
যদি বিদ্যা উপার্জ্জন করেন তবে মনুষ্যজন্ম সার্থক
নতুবা সে মনুষ্যরূপী পশু বিবেচনা করিয়া আপন মনে
বুঝ শয়ন আসন ভোজনপ্রভৃতি ব্যবহার মনুষ্যের পশুর
অবিশেষ তবে পশুহইতে মনুষ্যের এই তারতম্য যে পশুর
বিদ্যা হয় না মনুষ্যের বিদ্যা হয় ইহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা
না হইল সে পশু কেন নয় আর দেখ রাজত্বহইতে
পাণ্ডিত্য বড় কেননা রাজার স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পর
দেশে তাদৃশী নয় পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা।
আর দেখ যত ধন সংসারের মধ্যে আছে সকল ধন
হইতে বিদ্যা উপাদেয় ধন অন্য ধনের চোর অগ্নি রাজাদি
ভীতি আছে বিদ্যাধনের সে ভয় নাই এবং আর ধন
সকলে ব্যয় করিলে ক্ষীণ হয় বিদ্যাধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি
হয় এবং অন্য ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না বিদ্যাধন
সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন। আর দেখ যত ভূষণ আছেন
সকলহইতে বিদ্যা বড় ভূষণ কেননা অন্য অলঙ্কার
বাল্য যৌবন অবস্থাতেই শোভা পান জরাবস্থাতে শোভা
পান না বিদ্যা সর্ব্বাবস্থাতে শোভা পান। হে পুত্র এ বিদ্যা

…ার্জ্জন করিলা না অতএব তোমার জীবন মরন
…্য ফল বিবেচনা করিয়া বুঝ পুত্র না হওন ও হইয়া মরা
ও বাঁচিয়া থাকিয়া মূর্খ হওয়া এ তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া
ও হইয়া মরা ভাল। মূর্খ হইয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ
ভাল নয় যেহেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃষ্ট
ভাবিয়া লোক নিরস্ত থাকে। হইয়া মরিলে বড় মাসেক
দুমাস লোক শোক করে। মূর্খ পুত্র পিতা মাতার সর্ব্বদা
দুঃখের নিমিত্ত হয়। অতএব বলি মূর্খ পুত্রের মরনই
ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া
বিদ্যা উপায় করিতে বিদেশে প্রস্থান করিলেন অনেক
দিবসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সে দেশে চন্দ্রমৌলি
নামে সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কমলাকর
বিদ্যার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের উপাসনা করিতে লাগি
লেন। চন্দ্রমৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রূষাতে
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীর সিদ্ধ মন্ত্র দিলেন। কম
লাকর সিদ্ধ মন্ত্রপ্রভাবে অষ্টাদশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হই
লেন। তাহারপর কমলাকর কাঞ্চীপুরীতে গেলেন কাঞ্চী
পুরীতে এক বাটীর মধ্যে নরমোহিনী নামে এক কন্যা
থাকেন সে বাটীতে আর কেহ থাকে না সর্ব্বদা দ্বার রুদ্ধ

থাকে সে বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস তেজ শুন
যোগে বাটী আইসে যে কেহ বিদেশী সে বাটীর মধ্যে
যায় সে ঐ কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে রাত্রিযোগে
রাক্ষস আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে এই রূপে অনেক
পথিক তথাতে মরিয়াছে। কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত
শুনিয়া স্বদেশে আসিয়া এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের
নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন আর কহিলেন হে মহা
রাজ এ পদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজা তাহা
স্বীকার করিয়া কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে নর
মোহিনী কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজার সে কন্যা
দেখাতে কিছুমাত্র মোহ হইল না। রাজা অত্যন্ত
ধৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে
খাইতে উদ্যত হবামাত্রে রাজা খড়্গ চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে
উদ্যুক্ত হইলেন তদনন্তর রাজা ঐরাক্ষসের সহিত
নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন রাক্ষস
নষ্ট হবাতে নরমোহিনী কন্যা সন্তুষ্টা হইয়া রাজার অনেক
প্রশংসা করিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি আমাকে রাক্ষস
হইতে ত্রাণ করিয়া প্রাণদান দিলা অতএব আমি তোমার

...না হইলাম। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া ...লেন হে কন্যে তুমি যদি নিতান্ত আমার শরণাপন্না হইলা তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতিপালন কর। এই যে কমলাকর ইনি বড় পণ্ডিত আমার অতিশয় প্রিয় ইহাকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই কথাতে কন্যা সম্মতি করিলেন। এইরূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য কমলাকর কে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে গেলেন। অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য যে রূপ পরবাঞ্ছাপূরক তাহা শুনিলা যদ্যপি এতাদৃশ পরবাঞ্ছাপূরকতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ এ কথা শুনিয়া সে দিবস অধোমুখ হইয়া গেলেন।—

ইতি অষ্টমী কথা সমাপ্তা।—

নবমী পুত্তলিকার কথা।—

ভোজ রাজা পুনর্ব্বার এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভি ষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন।

ইত্তোমধ্যে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে সে এই ভদ্রা সনে বসিতে পারে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি রূপ। পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন অবন্তী পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাক্‌সিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ পরম বৈরাগ্যযুক্ত যাহাকে যাহা বলেন তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। যোগীর এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া যোগীকে আসিবার কারণ সভাসৎ পণ্ডিতেরদিগকে পাঠাইলেন। যোগী পণ্ডিতের প্রমুখাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না কহিলেন আমার রাজার নিকট গিয়া প্রয়োজন কি যে পুরুষ নিষ্কাম সে তৃণের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ সে তৃণতুল্য যমকে জানে যে নির্লোভ সে রাজ্যৈশ্বর্য্যকে তৃণপ্রায় জানে যে নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃণ সমান মানে। যোগীর এই সকল কথা পণ্ডিতেরা শুনিয়া রাজার সাক্ষাতে আসিয়া কহিলেন। রাজা শুনিয়া বুঝিলেন যোগী ভাল বটে। লোক রাজার

নিকটে আসিতে প্রার্থনা করে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম তথাপি আইলেন না অতএব বুঝিলাম এ যোগী নিতান্ত নিস্পৃহ বটেন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যোগীর নিকটে আইলেন যোগী রাজার রাজচিহ্ন ও মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দিব্য এক ফল দিলেন। এবং সে ফলের প্রভাব কহিলেন যে এ ফল খায় সে অজর অমর নীরোগ হইয়া থাকে। রাজা সে ফল পাইয়া আপন বাটীতে আসিতেছেন ইতিমধ্যে পথে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন। নবমী পুত্তলিকা ভোজ রাজকে কহিলেন তোমাতে যদি এ সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ আপনার এত গুণ নাহি বুঝিয়া সে দিবস পরাঙ্মুখ হইয়া আইলেন।—

ইতি নবমী কথা সমাপ্তা—

দশমী পুত্তলিকার কথা।—

তৎপরে অন্য এক মুহূর্ত্তে অভিষেক কারণ শ্রীভোজরাজ সিংহাসনসমীপে আইলেন। দশমী পুত্তলিকা ভোজ

রাজকে দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন হে ভোজ রাজ তুমি এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদৃশ যে রাজা সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ গুনবান ছিলেন তাহা কহি।

এক দিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডল অবলোকন কারন যোগ পাদুকা আরোহন করিয়া চলিলেন নানা দেশ ভ্রমন করিতেং এক স্থানে পর্ব্বতে অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলেন। তারপর সে বৃক্ষের উপরে চিরজীবী নামে এক পক্ষী থাকেন সেই পক্ষীর পরিবারগন নানা দেশে আহার প্রচারণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে ঐ বৃক্ষের উপরে আসিয়া পক্ষীরা পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক পক্ষী কহিলেন আজি আমার অতি বড় দুঃখ হইয়াছে। পক্ষী সকল ঐ পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তোমার কি দুঃখ। পক্ষী কহিলেন তোমরা আমার অন্তঃকরনের দুঃখের বৃত্তান্ত মনোযোগ করিয়া শুন সমুদ্রের

মধ্যে এক দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস প্রজা মনুষ্য লোকেরা । এক দিবস ঐ রাক্ষস সকল মনুষ্য খাইতে উদ্যত হইল এই ভয়প্রযুক্ত সকল প্রজাতে পরামর্শ করিয়া কহিলেন হে রাক্ষস তুমি আমারদের রাজা আমরা তোমার প্রজা প্রজাপালন রাজধর্ম্ম তুমি রাজা হইয়া প্রজারদিগকে ভক্ষন করিতে উদ্যত হও এমত উপযুক্ত নহে আমরা তোমার আহার কারন প্রতিদিন এক এক মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব । রাক্ষস সেই অবধি প্রত্যহ একং মনুষ্য আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে প্রজারদিগের অধিক উপদ্রব করে না । আমি আজি সেই দেশে চরনে গিয়াছিলাম সেই স্থানে আমার এক মিত্র আছে তাহার এক পুত্র আমার মিত্রকে অদ্য এক মনুষ্য দিতে হইবে অতএব আমার মিত্রপুত্রকে রাক্ষসে ভক্ষন করিবে এই নিমিত্তে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি । রাজা বিক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে থাকিয়া পক্ষীর কথা শুনিয়া যোগপাদুকাতে আরোহন করিয়া রাক্ষস রাজার দেশে গিয়া যে স্থানে রাক্ষস ভক্ষন করে সেই স্থানে পক্ষীর মিত্রপুত্র আপন শরীর রাক্ষসকে ভক্ষন করিতে দিবার কারন মরণভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন । রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ স্থানে

গেলেন কহিলেন হে বালক তুমি নিজ গৃহে যাও আমি তোমার হইয়া নিজ শরীর রাক্ষসকে ভক্ষন করিতে দিব। বালক কহিলেন তুমি পুন্যাত্মা কে আমাকে পরিচয় দেহ। রাজা কহিলেন আমার পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন। বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাক্ষসের আহার স্থানে হাস্যবদনে নির্ভয় হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আহারের কালে সেই স্থলে আসিয়া উত্তম পুরুষ দেখিয়া কহিলেন হে মনুষ্য তোমার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইল ইহাতে ভয় না করিয়া হাস্য করিতেছ তুমি কে আমাকে পরিচয় দেহ। বিক্রমাদিত্য কহিলেন আমি তোমার আহারের কারণ আসিয়াছি পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষন কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল হে উত্তম পুরুষ তুমি বড়ই পুন্যাত্মা আমি তোমাকে তুষ্ট হইলাম। তোমার যে অভিলষিত থাকে তাহা যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইলা তবে অদ্য অবধি প্রজার হিংসা করিবা না। অনন্তর রাক্ষস তথাস্তু বলিয়া রাজার বাক্য স্বীকার করিলেন রাজা যোগপাদুকাতে আরোহন

করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সেই অবধি রাক্ষসের পুজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল। দশমী পুত্তলিকা এই কথা রাজাকে শুনাইয়া কহিলেন ঈদৃশ পরোপকারকত্তা তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন।—

ইতি দশমী কথা সমাপ্তা।—

একাদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক নিমিত্তে সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে। ভোজরাজ কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিলেন

প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানেন না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্রপুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকে না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্রহইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এইপ্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরে কন্দর্প দর্প করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ব দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এ রূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের এ কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয় নারিকেল ফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্ত কপিথ্থ ফলের শস্যের ন্যায়। অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হবে। এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনে ২

করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সেই অবধি রাক্ষসের পূজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল। দশমী পুত্তলিকা এই কথা রাজাকে শুনাইয়া কহিলেন ঈদৃশ পরোপকারকর্ত্তা তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন।—

ইতি দশমী কথা সমাপ্তা।—

একাদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক নিমিত্তে সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে। ভোজরাজ কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিলেন

প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানেন না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্রপুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকে না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এইপ্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরে কন্দর্প দর্প করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ত্ব দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এরূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের এ কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয় নারিকেল ফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্ত কপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায়। অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হবে। এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনে ২

অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পর পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না। এই কথা সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষমূল গৃহ পত্র ফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃন শয্যা এ সকল ধনহীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধন গর্ব্বিত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয়। এই কথা নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতেং মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণস্বরে রোদন শুনিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে কোন স্ত্রী লোক রোদন করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা কহিলেন আমরাও এই কথা প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রী লোকের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোক রোদন করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। অনন্তর পুরন্দর কিছু দিনের পর স্বদেশে

আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের বিশেষ জানিবার কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীতপুরে আইলেন। তৎপরে তথা আসিয়া অনুসন্ধান করিতে ২ ঐ নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের অনুসন্ধান পাইলেন। অনন্তর খড়্গহস্ত হইয়া যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে ঐ বনের মধ্যে স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি রাক্ষস এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে দয়ারহিত হইয়া করাঘাতে তাড়না করিতেছে। রাজাবিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া রাক্ষসকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন রেরে দুষ্ট রাক্ষস অবলা স্ত্রী লোকের তাড়না করিয়া কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সামর্থ্য থাকে আয় আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাজার এই স্পর্দ্ধা বাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল কিঞ্চিৎ কাল রাজা রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া খড়্গে রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন।

অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমন সন্তুষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তুষ্টা হইয়া রাজার সাক্ষাতে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ সাত্ত্বিক স্বভাব গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া যেমত সর্পমুখপতিত ভেকীর প্রাণদান দেন তদ্বৎ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া আমার প্রাণ দান দিলেন। আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভৃত্য করিয়া দিতাম। এইরূপ বিনয় বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন। অনন্তর উঠিয়া রাজাকে কহিলেন আজি অবধি আপনি আমাকে আজ্ঞাদাসী ন্যায় জানুন নব শত স্বর্ণ কলস পূরিত সুবর্ণ আমার আছে সে সকল ধন আপনি আপনার জানুন। রাজা এই রূপ স্ত্রীর বিনয় বাক্য শুনিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিয়াও স্ত্রীর যত ধন সে সকল ধন এবং ঐ স্ত্রীকেও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুরন্দরকে স্থাপিত করিয়া যোগপাদুকা আরোহন করিয়া স্বস্থানে আইলেন। এই কথা একাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে শুনাইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুনিলা রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ যদি তোমাতে

এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে তবে আইস এ সিংহাসনে বইস।
ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি একাদশী কথা সমাপ্তা।—

দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা।—

অপর দিবস শ্রীভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার কারন সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হবামাত্রে দ্বাদশ পুত্তলিকা রাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত সেই যে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য উদার হয়। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কীদৃক। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এক দিবস রাজ্যাবলোকন কারন যোগপাদুকারোহন করিয়া নানা দেশভ্রমন করিতেং এক স্থানে দেখিলেন নদীতীরে দেবালয়সমীপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র বিচার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্য শাস্ত্র বিচার শ্রবনের নিমিত্তে তাহারদের নিকটে গেলেন সে স্থানে গিয়া শুনলেন পণ্ডিতেরা প্রৌঢ়বাদে আপনং পক্ষ স্থাপন কারন শাস্ত্র যুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ

কুবিচার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পণ্ডিতেরা শুন শাস্ত্রের যথার্থ নিরূপন পণ্ডিতের কর্ম্ম যথা র্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন পাণ্ডিত্য নয় যে পণ্ডিত হইয়া স্বপক্ষ স্থাপন নিমিত্তে দুরাগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে সে আপনি নষ্ট হয় এবং আত্মশিষ্যবর্গ কেও নষ্ট করে। পণ্ডিতেরা রাজার এই বাক্য শ্রবন করিয়া আপন মনে২ বুঝিলেন শাস্ত্রের যথার্থ অযথার্থ পণ্ডিত বুঝিতে পারে আমরা যে শাস্ত্রের অযথার্থ কহিয়াছি তাহা ইনি বুঝিয়াছেন অতএব বুঝি ইনি উত্তম পণ্ডিত হবেন। এই রূপ বাক্য পরস্পর কহিয়া সকলে লজ্জিত হইয়া বিচার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে ঐ নদীর তীরে এক উত্তম রূপবান পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়া তথা তে যে২ লোক ছিলেন সকলকে কহিলেন তোমরা শীঘ্র আইস দেখ আমার কি হইল। এ বাক্য শুনিয়া সে স্থানে যে সকল লোক ছিল তাহারা কেহ নিকটে গেল না। ইহা দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য করুনাবিষ্টচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় লোকের প্রায় ব্যব হার করিলেন ইহাতে ঐ পুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন হে সাত্ত্বিক তুমি আমার পরম বন্ধু

সেই বস্তু যে বিপত্তি কালে উপকার করে অতএব আমার স্থানে মূলিকা নামে এক দিব্য দ্রব্য আছে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহন কর এ দ্রব্যের নিকট যখন যাহা চাহিবা তৎক্ষনে তাহা পাইবা ইহা রাজাকে কহিয়া ঐ মূলিকা রাজাকে দিয়া সে পুরুষ প্রানত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দরিদ্র ভিক্ষুক রাজার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা করিল হে মহারাজ তুমি বড় দাতা আমার দরিদ্রতা যাহাতে না থাকে এমত ভিক্ষা দেহ। ভিক্ষুকের প্রার্থনা মাত্রে ঐ মূলিকা ভিক্ষুককে দিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া স্বনগরী গমন করিলেন। এই কথা দ্বাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন। হে ভোজরাজ তুমি যদি এ রূপ দয়ালু ও দাতা হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা।—

ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারন সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ত্রয়োদশী পুত্তলিকা হাস্য করিয়া কহিলেন। হে ভোজরাজ এ

সিংহাসনে সেই বসিবার যোগ্য হয় রাজা বিক্রমা দিত্যের তুল্য মহত্ব যাহার হয়। ভোজরাজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কি রূপ। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য সাবধানপূর্ব্বক শুন এক দিবস রাজা কৌতুক পূর্ব্বক যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের নিকট বনে উপস্থিত হইলেন ঐ বনে এক প্রাসাদের মধ্যে এক সিদ্ধপুরুষ আছেন রাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। সিদ্ধ পুরুষ কহিলেন হে রাজা বিক্রমাদিত্য কি নিমিত্তে আইলা। রাজা কহিলেন হে যোগি আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কি রূপে জানিলেন। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন পূর্ব্বে তোমাকে আমি অবন্তী নগরে রাজসিংহাসনে দেখিয়াছি তুমি রাজ্যত্যাগ করিয়া দেশান্তর ভ্রমণ করিতেছ এ ভাল নহে স্বদেশে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজ্য চিন্তা করিলেই রাজ লক্ষ্মী থাকেন অতএব অন্য দেশ ভ্রমণ রাজার উচিত নহে রাজা বিদেশস্থ হইলে শত্রুপক্ষেরা রাজ্য লইয়া ভোগ করিতে চেষ্টা পায়। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য হয় তাহার প্রতিকার নাই

যদি তাহার প্রতিকার থাকিত তবে নল রাজাপ্রভৃতি দুঃখ পাইতেন না। অতএব সমস্তই অদৃষ্টায়ত্ত ইহাতে আমার কি চিন্তা অপর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এক নিবেদন করি। পদ্মিনীহৎ নামে এক পুরী থাকে তাহার রাজার নাম জয়শেখর কিছু দিনের পর ঐ রাজার পাত্র মন্ত্রী জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ ঐক্য হইয়া দেশহইতে রাজাকে পট্টরাণীর সহিত দূর করিয়া দিলেন। রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদ চারে নানা দেশ ভ্রমন করিয়া এক নগরের মধ্যে বৃক্ষতলে রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিলেন ঐ বৃক্ষেতে পঞ্চজন যক্ষ থাকে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। এক যক্ষ কহিলেন এই নগরের রাজা কল্য প্রাতঃকালে প্রাণত্যাগ করিবেন ইনি অপুত্রক এ নগরের রাজা কে হইবে। আর এক যক্ষ উত্তর করিলেন এই বৃক্ষের তলে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তিনি রাজা হইবেন। রাজা বৃক্ষের তলে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিলেন প্রাতঃকালে রাজা স্ত্রী সমভ্যাহারে নগরের মধ্যে বাস স্থান করিয়া থাকিলেন। সেই নগরের রাজা ঐ দিবস প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজ্য প্রতিপালন কারন প্রধান হস্তিকে লইয়া রাজার উপযুক্ত পুরুষ অন্বেষন করিতেছেন। ইত্যবসরে প্রধান

হস্তী জয়শেখর রাজাকে আপন ওপরে আরোহন করাইয়া রাজসিংহাসনের নিকটে আনিলেন অপর মন্ত্রিবর্গেরা অভিষেক করিলেন। রাজা জয়শেখর সস্ত্রীক অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন। কিছু দিন পরে সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল তৎকালে রাজা পট্টমহিষীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন রাজ্য চিন্তা করেন না। অনন্তর রাজ্ঞী কহিলেন হে মহারাজ শত্রু রাজগণের চক্রে বুঝি তোমার এ দেশ না থাকিবে অতএব আপনকার হিতৈষিনী হইয়া স্মরণার্থ আমি কহি যে রাজা ব্যসনাসক্ত হন তাহার বিন বুদ্ধি সামর্থ্য সহায় থাকিতেও রাজ্য নষ্ট হয়। তাহার ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার হয় তাহার মধ্যে কাম প্রযুক্ত দশ প্রকার ব্যসন হয় ক্রোধপ্রযুক্ত আট প্রকার ব্যসন হয় এই সমুদায় অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন হয় অতএব রাজার কাম ক্রোধ সর্ব্বদা ত্যজ্য। কামজ দশ প্রকারের এই বিবরন মৃগয়াতে আশক্তি এক দ্যূতক্রীড়াশক্তি দ্বিতীয় দিবানিদ্রা তৃতীয় সর্ব্বদা পরাপবাদ করন চতুর্থ স্ত্রৈনতা পঞ্চম অহঙ্কার ষষ্ঠ নৃত্য দর্শনে আশক্তি সপ্তম গীত শ্রবনে আশক্তি অষ্টম বাদ্য শ্রবনে আশক্তি নবম নিরর্থক

ইতস্ততোভ্রমণ দশম এই দশ প্রকার কামজ ব্যসনগণে
তে সর্ব্বদা আশক্ত যে রাজা হন তাহার অর্থ ও ধর্ম্ম উভয়
নষ্ট হয়। ক্রোধজ অষ্ট প্রকার ব্যসনগণের এই বিবরণ
যথা এক সাধু লোকের নিরপরাধে নিগ্রহ করণ দ্বিতীয়
নিরপরাধী লোকের হননেচ্ছা তৃতীয় পরপ্রশংসার অস
হিষ্ণুতা চতুর্থ উত্তম লোকের গুণের দোষরূপে জ্ঞান পঞ্চম
ছলক্রমে পরধনের গ্রহণ ও অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদান ষষ্ঠ
পরের ভৎর্সন সপ্তম প্রহারাদি দ্বারা লোকের অত্যন্ত
তাড়ন অষ্টম। এই রূপ ক্রোধজ অষ্টবিধ ব্যসন
গণেতে আসক্ত যে রাজা হয় সে আপনি নষ্ট হয় এবং
তাহার রাজ্য ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। আপনি মহারাজ
এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়াতে
অত্যন্তাবিষ্ট চিত্ত হইয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলা অত
এব বুঝি অতি নিকটে আমরা সকল বিপত্তিগ্রস্ত হইব।
পট্টমহিষী রাজাকে এই রূপ নিবেদন করিয়া অতিশয়
দুঃখিতা হইয়া বসিলেন। তদনন্তর রাজা রাণীকে
কহিলেন হে প্রেয়সি ভয় পরিত্যাগ কর আমি রাজ্য
ভ্রষ্ট হইয়া তোমার সহিত যে বটবৃক্ষের তলে শয়ন
করিয়াছিলাম সে বটবৃক্ষও আছেন এবং সে বটবৃক্ষের

ওপরে যে পঞ্চ জন যক্ষেরা ছিলেন যাহারদের প্রসাদে এ রাজ্য পাইয়াছি সে পঞ্চ যক্ষও আছেন অতএব হে প্রিয়ে চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই হইবে আইস পাশ ক্রীড়া করি। রাজা ইহা কহিয়া রানীর সহিত পুনর্ব্বার পাশক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পঞ্চ যক্ষ রাজার বিপত্তি কাল উপস্থিত জানিয়া পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে আমরা এ রাজাকে রাজ্য দিয়াছি কিন্তু এ রাজা অত্যন্ত কাপুরুষ ইহার কোনই ক্ষমতা নাহি কিন্তু সম্প্রতি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছে আমরা যদি এ সময়ে রাজার সাহায্য কিছু না করি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমারদের বড় লজ্জার বিষয় মহতের এই ধর্ম্ম স্ববর্দ্ধিত লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা অতএব যুদ্ধ করিয়া রাজার শত্রুরদিগকে নষ্ট করা আমারদিগের কর্ত্তব্য। এই রূপ বিচার করিয়া পঞ্চ যক্ষেরা রন করিয়া রাজার বিপক্ষবর্গকে নষ্ট করিলেন। তদনন্তর রানী বৈরিবর্গের বিনাশ দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ কি আশ্চর্য্য এ প্রবল শত্রুগন অনায়াসে কি রূপে নষ্ট হইল। রানীর এই বাক্য পঞ্চ যক্ষেরা শুনিতে পাইয়া রানীকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন হে কল্যানি যে রূপে তোমার রাজার শত্রুবর্গেরা নষ্ট হইল তাহার কারণ শুন আমরা পূর্ব্বে পঞ্চ মৎস্য ছিলাম যে পুষ্করিণীতে আমারদের বাস ছিল দৈবাৎ এক বৎসর অতিশয় নিদাঘ প্রতাপে সে পুষ্করিণীর সমস্ত জল শুষ্ক হইল। এই রাজা পূর্ব্বকালে কুম্ভকার ছিলেন সে পুষ্করিণীতে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইতেন আমারদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ঐ পুষ্করিণীতে এক গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত জল পূর্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন সেইপ্রযুক্ত প্রান পাইয়াছিলাম। কিছু কালের পর সেই পঞ্চ মৎস্য আমরা পঞ্চ যক্ষ হইয়াছি সেই কুম্ভকার এই রাজা অয় শেখর ইনি পূর্ব্ব জন্মে আমারদের উপকার করিয়াছিলেন এই প্রযুক্ত সেই উপকার স্মরন করিয়া ইহাকে এ দেশের রাজা করিলাম তোমার সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন। ইহা কহিয়া পঞ্চ যক্ষ আপন স্থানে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে পুরুষ কহিলা এ নীতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মতে যে পুরুষ

উদ্যোগ সর্ব্বদা করে সেই উত্তম পুরুষ। আর ভবিতব্যই হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতেও হয় না এ কাপুরুষের কথা অতএব কোন কর্ম্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেক হয় না। সে যে হওক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ। অতএব বিষয় কর্ম্মে সর্ব্বদা উদ্যোগ করিবে। পরন্তু বুঝিলাম তুমি জ্ঞানী বট অতএব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য রত্ন চিন্তা মনি দিলাম। রাজা চিন্তামনি পাইয়া আনন্দিত হইয়া সিদ্ধ পুরুষকে স্তুতি প্রণতি করিয়া আপন নগরে চলিলেন। পথের মধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার স্থানে দীন যাচ্ঞা করিলেন। রাজা ঐ চিন্তামনি রত্ন দরিদ্র পুরুষকে দিয়া যোগ পাদুকায় আরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ মহত্ত্ব যদ্যপি তোমাতে এতাদৃশ মহত্ত্ব থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হও। তদ্দিবসে ভোজ রাজ ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইলেন।—

ইতি ত্রয়োদশী কথা।—

চতুর্দ্দশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে

শ্রীভোজরাজ উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী নগরে সাম্রাজ্য করেন তাঁহার এক মিত্র সুমিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বাটীহইতে তীর্থ যাত্রা করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমন করিতে শঙ্খাবতার নামে এক তীর্থেতে উপস্থিত হইলেন। সে তীর্থ যুগাদিদেব নামে এক দেবতা ছিলেন তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরের এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিতকটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকেরা কহিল মদনসঞ্জীবনী নামে এক দিব্যাঙ্গনা এই দেশের রাজ্ঞী তাঁহার এই পণ এই তৈল কটাহেতে প্রবিষ্ট হইলেও যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামী হইবে। সুমিত্র লোকেরদের মুখাৎ এই বাক্য শ্রবন করিয়া মদন সঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া তাঁহার অঙ্গ সৌষ্ঠব ও লাবন্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া অবন্তী নগরে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সুমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৈল কটাহের নিকটে গিয়া তৈল মধ্যে ঝম্প

দিলেন। মদনসঞ্জীবনী ইহা শুনিয়া তথাতে আসিয়া মৃতাস্বতো দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধ শরীরে অমৃতাভিষেক দ্বারা পূর্ব্ববৎ নির্ব্বণ ও নির্ব্যথ শরীর করিল। দেবাঙ্গনা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজ রাজার সাহস বড় প্রবল তপ্ত তৈল কটাহে প্রবিষ্ট হওয়াহইতে অধিক বা কি সাহস আছে আমি রাজার পুরুষার্থ জ্ঞান কারণ এ পণ করিয়াছিলাম বুঝিলাম তোমার বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হইলাম আমার সহিত এ রত্নাবতী দেশের স্বামী হও। এ রূপ নানা প্রকার প্রিয় বাক্যেতে রাজার তাদৃক আগ্রহ না বুঝিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যেহেতুক আমার মত সুন্দরী স্ত্রী এবং এতাদৃশ রাজ সম্পত্তিতেও তোমার অন্তঃকরণে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তদনন্তর রাজা সুমিত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুমিত্র নামে আত্ম মিত্রকে সে দেশের রাজা করিয়া এবং মদন সঞ্জীবনীকে তাহাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে এ কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহা

সনে বসিবার ভাজন হও। ভোজরাজ এ বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি চতুর্দ্দশী কথা।—

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিবার যে গুণযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন রাজা কহিলেন কহ সে বৃত্তান্ত কি বল। পুত্তলিকা কহিলেন এক সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক কপ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রাজসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধী সচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন। ইত্যবসরে ক্রীড়া বনাধ্যক্ষেরা রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহারাজ সকল ঋতুরাজ বসন্ত আপনকার বিলাস বিপিন সমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে

ভ্রমর মালা মধুপানে মত্ত হইয়া মনোহর শব্দ করিতেছে কোকিল মিথুন মধুর রব করিতেছে। উদ্যানপালেরদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়াবন গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বন মধ্য বর্ত্তী বিচিত্র মণ্ডল মধ্যস্থিত মনি মণ্ডিত কনকময় সিংহা সনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধিকারী পণ্ডিত জ্ঞান শাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব আত্মার সংসার কারাগারহইতে মুক্ত হন। রাজা ধর্ম্মাধিকারীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল আত্ম মনে বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মাধিকারি তুমি যাহা কহিলা

যুক্ত বটে বহুতর ছিদ্রবিশিষ্ট শরীরেতে প্রাণ বাযুর স্থিতি জীবের জীবন তাদৃশ প্রাণ বাযুর শরীরহইতে নির্গম জীবের মরণ। অতএব জীবের জীবন বড় আশ্চর্য্য মরণ সহজ সাংসারিক যাবৎ বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত মরণোত্তর কাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সকল জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে ইহারপর অজ্ঞান ব্যক্তি এ জ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরম পুরুষেতে স্থিরত রানুরাগ হয় না। অজ্ঞাননাশ যৎসঙ্গ করণে হয় সেই পরম সাধু অতএব তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এই রূপ নানা প্রকার জ্ঞান কথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারীকে পরিতোষার্থ অষ্টলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চদশী পুত্তলিকার প্রমুখাৎ এই উপাখ্যান শুনিয়া সে দিবস উপরত হইলেন।

ইতি পঞ্চদশী কথা।—

ষোড়শী পুত্তলিকার কথা।—

অনন্তর এক দিবস সিংহাসনের নিকটস্থ ভোজরাজকে ষোড়শী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে গুণেতে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের সেই

গুনের উপাখ্যান কহি শুন   চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতো মধ্যে এক বিদেশি ভট্ট সাক্ষাতে গিয়া তাঁহার নানা প্রকার যশোবর্ণন করিয়া কহিল সকল গুনেতে গুনী এমত লোকের আশ্রয় এবং আপনি সকল গুনের আশ্রয় এবং সকল গুন বোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না। ভট্ট কহিলেন হে মহারাজ তাবৎ গুনযুক্ত কেবল রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের প্রমুখাৎ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া তত্তুল্য হইবার আস্পর্দ্ধা করিয়া দেবতার আরাধনা করিলেন। আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা সেই রূপে প্রতিদিন শরীর হোম করেন অনন্তর দিব্য শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়া নানা পুণ্য সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের

নিকটে ভট্ট কহিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তি আত্ম সমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজ তুল্য করেন তিনি বড় কেবল আপনি বড় হইলে বড় নহে যেমন মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এইপ্রযুক্ত মলয়াচল উত্তম সুমেরু পর্ব্বত আপনি রত্নময় কিন্তু নিকটস্থ পর্ব্বতেরদিগকে রত্নময় করেন না অতএব তাঁহার রত্নময়ত্ব নিরর্থক। এই দৃষ্টান্তে স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্ত্তব্য। রাজা চন্দ্রশেখর সর্ব্বতোভাবে সুখী বটেন কিন্তু তাঁহার প্রত্যহ তপ্ত তৈল প্রবেশ বড় এক দুঃখ এ দুঃখ তাহার যাহাতে খণ্ডন হয় এ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ মনে বিচার করিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন হে সাত্ত্বিকশিরোমনি তুমি অগ্নিকুণ্ডে নিষ্প্রয়োজন কেন প্রবেশ করিলা রাজা চন্দ্রশেখর তোমার তুল্য হবে এই বিষম দুরাগ্রহ করিয়া ছিল এইপ্রযুক্ত নিত্য শরীরদাহের দুঃখ পায়। আমার আরাধনা অনেক করিয়াছে এই হেতুক অস্ময় সম্প্রতি

পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিরর্থক কেন করিলা। সে যাহা হওক সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশে শরীর দাহের দুঃখ না হয় এই বর দেওন। দেবী কহিলেন হে রাজন্ তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত এ প্রযুক্ত সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলষিত বর রাজা চন্দ্রশেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন বিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহাদুঃখ খণ্ডন করিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়া ছেন এমত কে করিতে পারে। এতাদৃশ মহত্ত্ব যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ অধোমুখ হইলেন।—

ইতি ষোড়শী কথা সমাপ্তা।—

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপস্থ

শ্রীভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন হে রাজন্ বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ ছিল তাহা শুন। অবন্তী নগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কালে সাম্রাজ্য করেন সে কালে রাজার ধর্ম্ম বলে প্রায় সকল লোক পুণ্যেতে রত। স্ত্রীজনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেক অন্যকে জানে না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় অতিথিসেবা পিতৃ মাতৃ রাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম ধর্ম্মেতে সর্ব্ব দেশ পরম শোভিত ছিল। শ্রীবিক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজ নীতি শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন দুষ্টনিগ্রহ করিয়া পরম সুখেরাজ্য ভোগ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস উদ্যানপাল রাজার সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজ কালান্তক যমতুল্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বত সদৃশশরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়া বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারন যে রূপে হয় তাহাতে অবধান করুন। উদ্যান পালের এই বাক্যশ্রবন করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকর নিবারনার্থ বারনারোহন করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্র

পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিরর্থক কেন করিলা। সে যাহা হওক সম্প্রতি বর পার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে শরীর দাহের দুঃখ না হয় এই বর দেওন। দেবী কহিলেন হে রাজন্ তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত এ প্রযুক্ত সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলষিত বর রাজা চন্দ্রশেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন বিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহাদুঃখ খণ্ডন করিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া স্বস্থানে আইলেন।

পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়াছেন এমত কে করিতে পারে। এতাদৃশ মহত্ব যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ অধোমুখ হইলেন।—

ইতি ষোড়শী কথা সমাপ্তা।—

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপস্থ

। শ্রীভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন হে রাজন্ বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ ছিল তাহা শুন। অবন্তী নগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কালে সাম্রাজ্য করেন সে কালে রাজার ধর্ম্ম বলে প্রায় সকল লোক পুণ্যেতে রত। স্ত্রীজনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেক অন্যকে জানে না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় অতিথিসেবা পিতৃ মাতৃ রাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম ধর্ম্মেতে সর্ব্ব দেশ পরম শোভিত ছিল। শ্রীবিক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজ নীতি শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন দুষ্টনিগ্রহ করিয়া পরম সুখেরাজ্য ভোগ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস উদ্যানপাল রাজার সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজ কালান্তক যমতুল্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বত সদৃশশরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়া বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারণ যে রূপে হয় তাহাতে অবধান করুন। উদ্যান পালের এই বাক্যশ্রবণ করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকর নিবারণার্থ বারণারোহণ করিয়া. আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্র

শূকর অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল। রাজা তৎপশ্চাৎ গমন করিলেন। এইরূপে সে শূকর অনেক বন অতি ক্রমণ করিয়া এক গহন কাননে প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ প্রকারে আত্মত্রানের উপায় না পাইয়া সেই বনেতে উচ্চতর এক গিরির গুহোপান্ত কপাটে বন্ধ হইয়াছিল সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ন করিয়া গুহার মধ্যে শূকর প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তীহইতে নামিয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া অত্যন্ত সাহসে একাকী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন সে গুহা অতি বিস্তীর্ন এক দেশের প্রায়। রাজা অনেক প্রকার অন্বেষন করিয়া কোথাও শূকরের তত্ত্ব না পাইয়া গুহার মধ্যে ভ্রমন করিতেছেন ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব এক নগরী তথাতে দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরীর মধ্যে গিয়া নারায়ণ যে রূপে বলির দ্বারী হইয়াছিলেন সেই রূপের প্রতিমা তথাতে দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার স্তব ও প্রনাম ও প্রদক্ষিন করিয়া প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজার ভক্তি শ্রদ্ধাতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রস রসায়ন নামে দিব্য দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাহার গুন কহিলেন। হে মহারাজ এই যে

রসনামে বস্তু ইহাহইতে সাংসারিক ভোগের ওপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা এই যে রসায়ন নামে পরম পদার্থ ইহা হইতে পরমার্থোপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য নারায়ণপ্রসাদে বস্তুদ্বয় পাইয়া সে গুহাহইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ গুহাদ্বার কপাটে রুদ্ধ করিয়া হস্তিতে আরোহন করিয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথিমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখী পিতা পুত্র ব্রাহ্মনদ্বয়কে দেখিয়া তাহারদের সর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঐ রস রসায়ন দ্রব্যদ্বয় ঐ পিতা পুত্র ব্রাহ্মনদ্বয়কে দিয়া স্বরাজধানীতে ওপস্থিত হইলেন। সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ঔদার্য্য এ রূপ ছিল তুমি যদি এই রূপ হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবস ওপরত হইলেন।—

ইতি সপ্তদশী কথা।—

অষ্টাদশী পুত্তলিকার কথা।—

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে ওপ

দ্বিত শ্রীভোজরাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহেন। হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা তাহার সাহস ঔদার্য্যাদি রাজগুন যে রূপ তাহা কহি শুন। এক দিবস সিংহাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে কৃতাঞ্জুলি হইয়া এক দ্বারী নিবেদন করিল। হে মহারাজ অদ্য আশ্চর্য্য এক কথা শুনলাম উদয়াচলের শিখরের উপরে এক দেবতায়তন আছে তদগ্র ভাগে মনি মুক্তা প্রবালাদিখচিত স্বর্ণময় সোপানে চতুর্দিক শোভিত অপূর্ব্ব এক সরোবর আছে সেই সরোবরের মধ্যে স্বর্ণময় এক স্তম্ভ আছে সে স্তম্ভের উপরে নানা রত্ন জড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে। সূর্য্যোদয় কালাবধি মধ্যাহ্ন কালপর্য্যন্ত সিংহাসনসহিত ঐ স্তম্ভ ক্রমেং বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করেন মধ্যাহ্ন কালাবধি অস্তকালপর্য্যন্ত ক্রমেং হ্রাস হইয়া পূর্ব্ব মত সরোবরের মধ্যে থাকেন। এই মত প্রত্যহ হয় দ্বারিকের প্রমুখাৎ এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া ঐ সরোবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্যহইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হন। ঐ কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য

স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনের ওপরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন স্তম্ভ ক্রমেং বর্দ্ধমান হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত ওলিখিত হইলেন। ঐ স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসন স্থিত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রচণ্ডতর সূর্য্যাতপে ভর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন। তদনন্তর শ্রীসূর্য্য দেবতা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাত্যের শরীরে অমৃত বর্ষণ করিয়া রাজাকে সচেতন করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীসূর্য্যদেবতার অনেক স্তব করিলেন। শ্রীসূর্য্যদেবতা রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিদিবস এক ভার পরিমিত সুবর্ণদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন। রাজা শ্রীসূর্য্যদেবতার প্রসাদে ঐ কুণ্ডলদ্বয় পাইয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে স্বকীয় রাজধানীতে আসিতেছেন পথিমধ্যে এক অত্যন্ত দরিদ্রকে দেখিয়া দয়াকুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন। এই ওপাখ্যান অষ্টাদশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এতাদৃশ প্রভাববান হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ আপনার তাদৃশ প্রভাব না বুঝিয়া তদ্দিবসে ওপরত হইলেন।—

ইতি অষ্টাদশী কথা।—

ঊনবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে ঊনবিংশতিপুত্তলিকা কহেন। হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য ছিলেন তাহার মহত্ত্ব যেমন তাহা শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বীয় প্রজাবর্গেরা কি রূপ ব্যবহারে আছে ইহা জানিবার কারণ গুপ্তরূপে একাকী যোগপাদুকারোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেং পদ্মালয় নামে পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন তথাতে অপূর্ব্ব এক দেবালয় নিকটে চারি ব্রহ্মচারী পরস্পর কথোপকথন করেন। তন্মধ্যে এক ব্রহ্মচারী কহিলেন আমি তীর্থযাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান নদী পর্ব্বত দেখিয়াছি কিন্তু কনককূট নামে এক পর্ব্বত তাহাতে ত্রিলোকনাথ নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি তথা যাইতে পারিলাম না তন্নিকট দেশস্থ লোকেরদের প্রমুখাৎ শুনিলাম কনককূট পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম তথা গেলে প্রাণ বাঁচন ভার। অতএব আমি সেই দেশহইতে পরাবৃত্ত হইলাম স্ত্রী পুত্র ধন আদি যত বিষয় আছে এ সকল যদি যায়

তবে চেষ্টা করিলে পুনর্ব্বার হয় এ শরীর গেলে সহস্র চেষ্টাতেও হয় না শরীরের স্থিতিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় অতএব নীতিশাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা যোগীরদের পরস্পর কথোপকথন মধ্যে এক যোগীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষের বড় ভার কোন কর্ম্ম নয় এবং নীতি শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবসায়কারী লোকের দুর্লভ কিছু নয় পণ্ডিতের দের কোন দেশ বিদেশ নয় প্রিয় হিতবাদিজনের শত্রু কেহ নয়। ইহা কহিয়া যোগপাদুকারোহন করিয়া কনককূট পর্ব্বতে ঐ যোগীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগী রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি এ স্থানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ। রাজা কহিলেন কেবল আপনকার সন্দর্শনার্থ। তদনন্তর যোগী শ্রীবিক্রমাদিত্যকে উত্তম রাজ লক্ষণযুক্ত পরমসাত্ত্বিক জানিয়া কন্থা খণ্ডিকা দণ্ড নামে দিব্য পদার্থত্রয় দিয়া ঐ পদার্থত্রয়ের গুন কহিলেন। হে মহারাজ কন্থা নামে যে এ দ্রব্য ইহার এই গুন বীন অলঙ্কার বস্ত্রাদি যে দ্রব্য মনে করিয়া এ কন্থা কে বাম হস্তে স্পর্শ করিবা সেই চিন্তিত দ্রব্য সকল এ কন্থা

হইতে হইবে। এ খড়িকাতে হস্তী অশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি অন্য যত লিখিতে পারিবা তত হইবে। আর যে এই দণ্ড ইহাকে দক্ষিন হস্তে করিয়া যে মৃত শরীর স্পর্শ করিবা সে মৃত শরীর সজীব হইবে। আমার যোগ বললব্ধ এ বস্তুত্রয় তোমাকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া দিলাম। তদনন্তর শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগীর প্রসাদলব্ধ ঐ বস্তুত্রয় পাইয়া প্রদক্ষিন করিয়া যোগপাদুকারূঢ় হইয়া স্বরাজধানীতে আইসেন পথিমধ্যে বনেতে ভ্রমণ করে অত্যন্ত দুঃখিত এক উত্তম পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষ তুমি কে কেন বনে ভ্রমন কর। ঐ পুরুষ কহিলেন আমি এক দেশের রাজা ছিলাম আমার শত্রুবর্গেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া আমার আত্মীয়বর্গেরদিগকে যুদ্ধেতে নষ্ট করিয়া আমার রাজ্য দারাদি সকল আক্রমন করিয়া লইল। সেই দুঃখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শত্রুভয়ে অন্য কোনহ নগরমধ্যে থাকিতে না পারিয়া বনমধ্যে একাকী ভ্রমন করিতেছি। আমি বড় দুঃখী আমার দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণ দ্রব হয়। ঐ পুরুষের ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখোক্তি শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য অতিশয় দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে যোগীর প্রসাদলব্ধ কন্থাদি দ্রব্যত্রয় দিয়া

স্বরাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরুষ শ্রীবিক্রমাদিত্যদত্ত দিব্য বস্তুত্রয়প্রভাবে পূর্ব্ববৎ স্বরাজ্য দারাদি পরিজনপ্রাপ্ত হইলেন। ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে যে রাজা বসিতেন তাহার ঔদার্য্য যে রূপ ছিল তাহা কহিলাম। তুমি যদি তাদৃশ ঔদার্য্যযুক্ত হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে পরাবৃত্ত হইলেন।—

ইতি ঊনবিংশতিতমী কথা।—

বিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অনন্তর এক দিবস বিংশতিপুত্তলিকা সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যতুল্য যদি তুমি হও তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইতে পার। শুন বিক্রমাদিত্য যে রূপ ছিলেন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসাগর নামা মন্ত্রী বুদ্ধিশেখর নামা স্বপুত্রকে অত্যন্তমূর্খ ব্যসনাবেশচিত্ত জানিয়া কহিলেন। হে পুত্র তুমি রাজমন্ত্রীর সন্তান হইয়া মূর্খ হইলা পণ্ডিতলোকেরদের সহবাস

ও শাস্ত্রানুশীলন করিলা না শাস্ত্রাভ্যাস প্রকাশিত সংস্কার সংস্কৃত বুদ্ধি যে মনুষ্যের না হইল সে মনুষ্য মনুষ্যাকার মাত্র বস্তুতঃ পশু বিবেচনা করিয়া বুঝ। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির ভাবাভাবপ্রযুক্তই মনুষ্যে পশুর ভেদ আছে ব্যাবহারিক আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি বিষয়ক বুদ্ধি মনুষ্যের ও পশুর এক রূপ কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ নাই। তোমার সে শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হইল না অতএব তোমার জীবন বৃথা। এই রূপ পিতার শিক্ষার্থ ভৎর্সন বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নিশ্চিত চিত্ত হইয়া বিদেশে আসিয়া সদ্গুরুর উপাসনা করিয়া সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন পথিমধ্যে এক নগরে দেবতায়তন দেখিলেন দেব সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন। সন্ধ্যা সময়ে ঐ দেবতায়তনের নিকটস্থ অপূর্ব্ব এক সরোবর ছিল সেই সরোবরহইতে অষ্ট দিব্য কন্যা নির্গতা হইয়া দেবতার নিকটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ দেবতার পূজা জপ স্তবাদি করিয়া প্রভাতে সরোবরমধ্যে ঐ অষ্ট কন্যা প্রবিষ্ট হইলেন। এই মহাদ্ভুত বুদ্ধি শেখরনামা মন্ত্রি পুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আসিয়া কএক দিবসের পর শ্রী রাজা বিক্রমাদিত্যকে কহিলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত

অদ্ভুত জানিয়া ঐ দেবতায়তন নিকটে আসিয়া নিশা সময়ে মন্ত্রিপুত্র যে রূপ কহিয়াছিলেন সে রূপ সমস্ত দেখিলেন। প্রাতঃকালে ঐ অষ্ট কন্যা পুষ্করিণীর মধ্যে ঝম্প দিয়া জলে প্রবিষ্ট হবামাত্রে রাজাও তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কন্যারা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তুমি অদ্য শুভাদৃষ্ট বশে আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে আইস। কন্যারা রাজাকে এই রূপ কহিয়া পাতাললোকে রত্নময় স্বপুরীর মধ্যে লইয়া গেলেন কহিলেন হে মহারাজ এই রাজ্য পুরী তুমি গ্রহণ কর। রাজা কহিলেন আমার রাজ্য পুরী আছে এ রাজ্য পুরীতে আমার কি প্রয়োজন কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমরা কে এ পুরী বা কার। কন্যারা কহিলেন আমরা অষ্ট কন্যা অষ্ট সিদ্ধি এ পুরী আমারদের ক্রীড়ামন্দির তোমার দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব তোমাকে পারিতোষিক অষ্ট রত্ন দি গ্রহণ কর। এ অষ্ট রত্নের গুণ এই একেতে মানসসিদ্ধি হয় দ্বিতীয়েতে ভোজনীয় দ্রব্য যখন যাহা চাহ তখন তাহা পাওয়া যায় তৃতীয়েতে চতুরঙ্গ সৈন্যপ্রাপ্তি চতুর্থে দিব্যগতিসিদ্ধি পঞ্চমে যোগ

পাদুকাপ্রাপ্তি ষষ্ঠে সর্ব্বস্তম্ভন হয় সপ্তমে সর্ব্বজ্ঞ হয় অষ্টমে সন্তোষপ্রাপ্তি। এই রূপ অষ্ট রত্নের গুণ কহিয়া রাজাকে কন্যারা অষ্ট রত্ন দিলেন। রাজা ঐ অষ্ট রত্ন পাইয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা বিক্রমাদিত্যকে জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ভিক্ষা করিলেন। হে মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখী তুমি ওত্তম রাজা আমাকে এমন ভিক্ষা দেও যে আমার কোন দ্রব্যের অসদ্ভাব না থাকে এবং সদা সুখে থাকি। রাজা ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া কোন বিচার না করিয়া ঐ অষ্ট রত্ন ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বপুরীতে আইলেন। বিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার প্রয়াস কর নতুবা কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনঃ পীড়া পাও। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি বিংশতিতমী কথা।—

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসন নিকটে

এক বিংশতি পুত্তলিকা দেখিয়া কহেন। হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ঔদার্য্য শুন। এক দিবস কোন দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারণ শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগপাদুকা রোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে২ এক পুরীর মধ্যে দেবতা য়তনে উত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশী পুরুষ ঐ দেবতা য়তনে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন। হে সৎপুরুষ তোমাকে সংপূর্ন রাজলক্ষনযুক্ত দেখিতেছি অতএব বুঝি রাজা হইবা। রাজার রাজ্য চিন্তা পরিত্যাগে উদাসীন প্রায় ভ্রমণে রাজ্য থাকে না অতএব সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা বর্ত্তব্য। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজত্ব ধর্ম্ম ব্যতিরেকে রাজ্য বিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয় যে রাজার ধর্ম্ম নাহি সে রাজার বল শুভাশুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না। বরং পরম ধার্ম্মিক রাজার রাজ্য বিষয়ক শুভাশুভ চিন্তা ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম বল মাত্রে রাজ্য থাকে। অতএব রাজ্য স্থিতির মোক্ষ কারণ ধর্ম্ম এই প্রযুক্ত রাজার ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। আমারো

ভুমন কেবল ধর্ম্মার্থে তোমাকে কোনহ কার্য্যার্থী প্রায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া বিদেশি পুরুষ কহেন হে মহারাজ আপনি পরম ধার্ম্মিক বট আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছ সে বাস্তব বটে। রাজা কহিলেন কহ কি কার্য্য। পুরুষ কহেন হে মহারাজ শুন নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা নামে এক দেবী আছেন তথাতে শৃঙ্গারাদি রস সিদ্ধির কারণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাখ্যা দেবীর মন্ত্র জপ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধি না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীল পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রা কালে কামাখ্যা দেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন এ স্থানে আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রসসিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়া থাক তবে সামুদ্রক শাস্ত্রোক্ত বৃজবজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতি লক্ষণযুক্ত এক পুরুষ আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রসসিদ্ধি হইবে। এই রূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া

শুঠিয়া বসিলেন মনেং বিচার করিলেন সংপ্রুতি বিংশতি লক্ষণযুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি ওপস্থিত আছি এ পুরুষের ওপকারার্থ আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল। এই রূপ বিচার করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে ওদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রুত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিলেন ও কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক শিরোমনি আমি তোমার পরোপকারকতা কি পর্য্যন্ত ইহা বুঝিবার কারণ তোমাকে বলি দিতে স্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রুত্যক্ষতো দেখিলাম বলিতে কিছু প্রুয়োজন নাই আমি প্রুসন্না হইলাম বরপ্রুার্থনা কর। রাজা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবি যদি আমার প্রুতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এ পুরুষকে রস সিদ্ধি দেওন। রাজার এই বাক্যে ঐ পুরুষকে রসসিদ্ধি দিয়া দেবী তথাহইতে অন্তর্হিতা হইলেন ঐ পুরুষের নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শৃঙ্গার বীর করুনা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নবরস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তদবধি থাকিলেন। রাজা স্বপুরী গমন করিলেন। একবিংশতি পুত্তলিকা কহেন

হে ভোজরাজ তুমি যদি এতদ্রূপ পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ বিরত হইলেন।

ইত্যেকবিংশতিতমী কথা।

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা এই যে তোমার বকাণ্ড প্রত্যাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর। তুমি কি বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে এ সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা কর। শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ ছিলেন তিনি ষোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজ বাহুবল প্রতাপে যাবদ্দিগ্বিদিক্স্থ রাজার দিগকে জয় করিয়া সর্ব্ব রাজ মণ্ডলীমুকুটমনিমণ্ডিতচরণার বিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মধুর সুস্বর বীণা বাদ্যাদি স্বরে ভট্ট বন্দাকপ্রভৃতির যশোবর্ণন গানে নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ণ চর ণারবিন্দ ধ্যান নাম স্মরণ করিয়া কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া অভ্যস্ত নানা আয়ুর্ব্বেদের অনুশীল করিয়া মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরণে ভূষিত হইয়া সহস্র২ স্বর্ণ

দান করিয়া ধীমন্ত্রী কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি শাস্ত্রানুসারে রাজ্য ব্যাপার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রোগী দরিদ্র প্রভৃতিরদিগকে নানা প্রকার দান দিয়া জ্ঞাতি বন্ধ মিত্র জন সমভিব্যাহারে কষায় মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্ল রূপ ষড়্বিধ রসযুক্ত চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করিয়া জাতী লবঙ্গপ্রভৃতি নানা প্রকার পাচক সুগন্ধি দ্রব্যযুক্ত তাম্বুল ভোজন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার পুষ্পের মালা ধারন করিয়া বন্ধুবর্গ প্রভৃতিকে বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি কিঞ্চিৎ কাল শয়ন করিয়া সুপঠিত শুক সারিকাপ্রভৃতি পক্ষিগনের সুস্বর শ্রবন করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতি স্ত্রী গন সহিত বাক্‌চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরানাদি শ্রবনোত্তর সেনাঙ্গ ধনভাণ্ডারাদি অব লোকন সেইং বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া সন্ধ্যা কালে বেদোক্ত নিত্য ক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকেরদের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎকার করিয়া অনিষিদ্ধ

শৃঙ্গার রসানুভব করিয়া অরুণোদয় কালপর্য্যন্ত সুখনিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এই রূপে কালযাপন করিতেন। ইতি মধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রা কালে অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া মনেং বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্যভাবী স্ত্রী পুত্র বিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদের ন্যায় মরণোত্তর কেহ কাহারো নয় কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপ কারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন কৃপণেরা ধনসঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া তিন দিন প র্য্যন্ত যাবদ্ধন ভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজ ভাণ্ডারহইতে লইয়া যাও। এই ঘোষণাতে নানা দেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে লইল সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজ রাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য ঈদৃক ছিল অতএব এ সিংহাসনে বসিতেন সংপ্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি

কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজ রাজ নিবৃত্ত হইলেন।—

ইতি দ্বাবিংশতি কথা সমাপ্তা।—

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন. হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য বীর্য্য ঔদার্য্যশালী যে হয় সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি কি রূপ। পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ শুন অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সম্রাজ্য করেন ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎ কোটীশ্বর এক বনিক্ থাকে তাহার চারি পুত্র ঐ বনিক্ আপন মৃত্যু সময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুন বিস্তর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃন সমূহ একত্র হইয়া দৈবী বৃষ্টি নিবারন করে ঐ তৃনেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারন করিতে পারে না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে

আপনারা ভাঙ্গিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্মিলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়ন স্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুঁতিয়া রাখিয়াছি তাহা আপন আপন নামানুসারে লইবা। এই রূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া বণিক্‌পতি দেহত্যাগ করিল। কিয়ৎ কালানন্তর বণিক্‌পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্ব নাম চিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকের দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কেহ কহিতে পারিলেন না। এই রূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কালযাপন করিলেন। এক দিন ঐ চারি বণিক্‌পুত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভা লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি কলসের তত্ত্ব নিরূপণ হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতালহইতে এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ভবতী হইলেন তাহার

ভ্রাতা দুই জন বিধবা ভগিনীর গর্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকারগৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রতিষ্ঠান নগরস্থ রাজসভাতে আসিয়া কহিলেন হে সভ্যবর্গ এ ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপণ আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্য লোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকা পুরিত ঘট যাহার নামে তাহার ভূমি ধন। অস্থির পুরিত কলস যাহার নামে স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীশক লোহ রূপাদি ধাতুদ্রব্য তাহার। অস্থি পুরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তী ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ চতুষ্পদ ধন। তুষ পুরিত গর্গরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলায় মুদ্গ চণক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্য ধন তাহার। নাগ পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃকৃতাংশানুসারে স্বস্ব ভাগ লইয়া পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিলেন। নাগপুত্রকৃত নির্ণয় লোক পরম্

রাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ন নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে গিয়া কহিল। রাজা বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা পরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠান পুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন রাজা সম্ভাষার্থে বিক্রমাদিত্যের নিকট আইলেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক প্রেরণ করিয়া শালবাহনের পুরী গৃহ রোধ করিলেন। তদনন্তর শালবাহন স্বগৃহাবরোধন দেখিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃ প্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দিলেন। শালবাহনের সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্য সৈন্যের সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ করিলেন। তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎ সৈন্যেরা ভগ্ন হইল না। এক দিবস রাত্রিযোগে শালবাহনের পিতা পাতাল পুরস্থ নাগপুত্র আসিয়া বিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দংশিয়া বিষ জ্বালাতে মূর্চ্ছিত

করিয়া গেলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অমৃতসেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগ রাজ বাসুকির মন্ত্র জপ করিলেন বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া বাঁচাইতে যাইতেছেন পথিমধ্যে শালবাহনপ্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃতপ্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিব। অতএব স্বনিয়মভঙ্গ ভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরন কদাচ না হয়। এই রূপে শ্রীবি ক্রমাদিত্য একাকী পথি মধ্যে চিন্তা করিলেন যে শুভকর্ম্ম করনার্জ্জিতপুন্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎসাগর তরে ইহা শাস্ত্রের প্রমান আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন রাজা এই ভাবনা করিতেছেন ইত্যবসরে পাতাল নগরীহইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃতবৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিতপ্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যেরদের জীবনদানে

পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনার সহিত স্বপুরীতে আই লেন। অন্যোন্য প্রভাতে অন্যোন্যে বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপম এতাদৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে শ্লথাভিলাষ হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশতি কথা সমাপ্তা।—

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসনারোহণনিবারণকারণ শ্রীভোজরাজকে কহেন হে ভোজ রাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য প্রজাপ্রতিপালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে। রাজা কহেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী। পুত্তলিকা কহেন শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য মন্ত্রিগণপরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরলদেশীয় জ্যোতিঃ শাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্যপদ্য বাক্য প্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজদত্তাসনে বসিলেন রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন২

শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিঃ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহা রাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীতি শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন কদাচ নাই অনীতির অঙ্কুরমাত্রও নাই প্রজাপীড়ন স্বপ্নেতেও নাই পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎও নাই এবং ব্রাহ্মণ হিংসা প্রজা কলহ নিরপরাধিদণ্ড অসত্যনিরূপণ পাপপ্রবৃত্তি দেবতা প্রতিমাভঙ্গ সাধুজনমনস্তাপ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাই তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যে সকল আজ্ঞা করিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই প্রমাণ যে রোহিণী শকট ভেদ করিয়া শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্র প্রমাণানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া প্রজার রক্ষণার্থ দুর্ভিক্ষনিবারণনিমিত্ত বহুবিধ যজ্ঞ জপ পূজা দানাদিরূপ স্বস্ত্যয়নক্রিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজা লোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজাও

অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এই সময় আকাশবাণী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকল রাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশ বাণী শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষণার্থ আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে মেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধি রাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট তোমার প্রতি প্রসন্না হইলাম বরপ্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি মালব দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রী ভোজরাজ ভগ্নাশ হইলেন।—

ইতি চতুর্ব্বিংশতি কথা সমাপ্তা।—

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত ভোজরাজকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজ রাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য তুল্য না হইলে বসিতে

পারে না। রাজা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। পুত্তলিকা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য সাহসাদিপ্রযুক্ত সুখ্যাতি দেবলোকপর্য্যন্ত হইল স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায় শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্ণন করেন। এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব দেবতামণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনের ওপর বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবীমণ্ডলে শ্রীবিক্রমাদিত্য সর্ব্ব প্রাণিহিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পর প্রাণরক্ষক সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাই। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেবতার অসম্ভাবনা বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত বিক্রমাদিত্যপ্রশংসা প্রামাণ্য প্রামাণ্যনিশ্চয়কারণ অবন্তীনগরে আইলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমন নিপুণ ঘোটকোত্তমে আরোহণ করিয়া একাকী নগরপ্রান্তোপবনে ভ্রমণ করিতেছেন। ইতি মধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ণ গোরূপ ধারণ করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিলেন

ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ণ গো স্বমৃত্যুভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাৎ২ ধাবন করিলেন গো আসিয়া পুষ্করিনীতে পড়িয়া পঙ্কলগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমন করিতে২ তথাতে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গো অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে২ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ হম্মারব করিতে লাগিলেন। রাজা এতা দৃশাবস্থাদুঃস্থ গোকে দেখিয়া ঝটিতি অশ্বহইতে অবরো হন করিয়া দক্ষিন হস্তে খড়্গধারন করিয়া বাম হস্তে গোকে ধরিয়া সরোবরমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন মনো মধ্যে বিচার করিলেন যদি গোকে পঙ্কহইতে উদ্ধার করিয়া আমি যাই তবে এ গো জীর্ণা পলায়ন করিতে পারিবে না অনায়াসে ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইবে যদি গোকে ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিতে যাই তবে রাত্রি আগত প্রায় এ গো পঙ্কপতনে গতিশক্তিহীনা হইয়াছে যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্তু আসিয়া নষ্ট করে। এই রূপ সন্দেহে রাজা গোকে ধরিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিমবাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাড়াইয়া থাকিলেন। প্রভাতসময়ে ঐ দুই দেবতা

মায়াকৃত গোরূপ ব্যাঘ্ররূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপধারন করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমার দয়ালুতাপ্রযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কারন আমরা দুই দেবতা মায়াতে এরূপ ব্যবহার করিলাম বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্রমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরন সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশংসা করিব। আমারদের রাজা ইন্দ্র দেবসভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এত দিনে তাহার প্রমাণ্য হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বরপ্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাই সর্ব্বসম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘব কেন স্বীকার করিব। দেবতারা কহিলেন আমারদের দর্শন নিরর্থক হয় না অতএব প্রার্থনা ব্যতিরেক তোমাকে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহা তোমার অভিলষিত হয় তাহা এই কামধেনুস্থানে প্রার্থনা করিলে হইবে। এই রূপে দেবতারা রাজাকে কামধেনু দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা

ঐ কামধেনু লইয়া আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র রাজার নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনু দরিদ্রকে দিয়া স্বরাজধানী আইলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ফিরিয়া আইলেন।

ইতি পঞ্চবিংশতি কথা সমাপ্তা।—

ষড়বিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অপর মুহূর্ত্তে সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ষড়বিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসিতেন তাহার গুনাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য পৃথিবীমণ্ডলাবলোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমন করিতে২ অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেবতায়তনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধ প্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন সৎপুরুষের এমন স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর করে এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে অতএব

অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ কাংস্য যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ শব্দ সুবর্ণ করে না অতএব এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সার হীন বটে। রাজা এই রূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপ করিলেন না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া আপন স্থানে গেল। পুনর্ব্বার পর দিবস এক কৌপীনধারণ করিয়া শুষ্ক বদন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলা অদ্য জীর্ণ মলিন কৌপীনমাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। পুরুষ কহিলেন হে মহারাজ শুন আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপীন মাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা শুনিয়া মন্দং হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হবে দ্যূতকারেরদের এই রূপ গতি যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াতে ধন ইচ্ছা করে এবং যে লোক পরসেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং যে জন ভিক্ষা বৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক দৈব বিড়ম্বিত নির্বুদ্ধি শিরোমনি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যূতকার

দ্যূত নিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বলিতেছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যূতক্রীড়াসুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সম্ভোগ নিন্দাবাক্যপ্রায়। দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যূতকার তুমি নিতান্ত ঈশ্বরবিড়ম্বিত যেহেতুক আমার উপকার মাত্রার্থক সুহৃজ্জন ন্যায় হিত বাক্যে তোমার নিতান্ত অহিতবুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণে সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা সদ্চেষ্টা সৎকর্ম্ম না করিয়া মিথ্যা সুখার্থে অনর্থহেতু দ্যূতক্রিয়াকরণে পুরুষ বৃথায়ুঃ ক্ষেপণ করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে মহারাজ যদি তোমার আমার উপকার করণে তাৎপর্য্য থাকে তবে আমার এক কার্য্য করিবা প্রতিশ্রুত হও। রাজা কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ কর তবে তোমার যে কার্য্য আমাহইতে হয় তাহা অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ পুরুষ শুন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে এক দেবতার মন্দির আছে সে দেবতার নাম মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার উপরে আকাশ গঙ্গাজল পূরিত

সুবর্নকুম্ভ আছে ঐ সুবর্ন কুম্ভহইতে জল আনিয়া মনঃ সিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া স্বশিরোবলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ দেবতা প্রসন্না হইয়া অভিলষিতসিদ্ধি বর দেন কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুষ্কর তুমি যদি এ কার্য্য করিতে পার তবে দেবতাহইতে যে বর পাইবা সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ কার্য্য করিলে আমি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিব। রাজা দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষনে যোগপাদুকারোহন করিয়া সুমেরু শৃঙ্গে গিয়া দেব মন্দি রোপরি স্থিত স্বর্ন কলসস্থ জলাহরন করিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানো র্দ্যোদ্যত হবামাত্রে দেবতা প্রসন্না হইয়া যথা অভিলষিত সিদ্ধিবর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যূতকারার্থ গ্রহন করিয়া দ্যূতকারের নিকটে আসিয়া দ্যূতকারকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করাইয়া দেব প্রসাদলব্ধ বর দিয়া স্বরাজ ধানীতে আইলেন। ষড়বিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এ রূপ বুঝ তবে এই সিং হাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন।—

ইতি ষড়বিংশতি কথা সমাপ্তা।—

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনারোহণ হইতে নিবারণ করিয়া কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাঁহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশ ভ্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিকের কএক লোক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ পূর্ব্ব দেশেতে বেতালপুর নামে এক পুরী আছে সেই পুরীতে শোনিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা পথঘটিত সেই দেশে গিয়াছিলাম বল্যর্থ আমারদিগের তদ্দেশীয় রাজলোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল আমরা আপুর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদ্দেবী বিলোকনার্থে বেতালপুরে গিয়া তদ্দেশীয় রাজলোকেরদিগকে দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন হে লোকেরা তোমারদের এ কোন ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহাপ্রাণী মনুষ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলিদান জন্য সুখ কত দিন ভোগ করিবা এ মহাপ্রানি হিংসা জন্য পাপেতে অনেক কল্পপর্য্যন্ত যে নরক ভোগ করিবা এ জ্ঞান তোমারদের নাহি আর তোমারদের সে দেবতা

বা কেমন যে মনুষ্যহিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বরদান করেন সে দেবতারদের দেবত্বকে ধিক যে নর বলিগ্রহন করেন। এই রূপে তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে পবিত্র ভৎর্সন করিয়া তদ্দেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক এক পুরুষকে স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্ত চন্দন রক্তপুষ্প মালাতে ভূষিত করিয়া বলিদাননিমিত্ত আনিতেছে। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এই ক্ষণে ত্যাগ কর এ মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি তোর দের নরবলি হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে আপনি বলি দিতেছি কিন্তু আমার সাক্ষাতে মরণভয়ে কাতর নরকে কদাচ বলি দিতে পারিবি না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে মহাসাত্বিক পরম ধার্ম্মিক তুমি কে আমরা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবৎ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয় গৃহদাহকালে নানা দুঃখোপার্জ্জিত বিবিধ প্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিকপুত্র প্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে

সেই গৃহহইতে পলায়ন করে তুমি অজ্ঞাত কুলশীল দেশোদাসীন পুরুষরক্ষার্থে অতিপ্রিয়তম প্রাণত্যাগে ওদ্যুক্ত হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্লভ। রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৃত নিত্যক্রিয় হইয়া খড়্গ লইয়া আত্মবলিদানে ওদ্যত হবা মাত্রে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজাকে কহিলেন হে মহা রাজ তুষ্টাস্মি বরংবৃণু। রাজা কহিলেন যে দেবী যদি তুষ্টা হইয়াছেন তবে আমাকে এই বর দেওন এই লোকে রা যদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদ ভিলাষ সিদ্ধি হওক আর অদ্য প্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহন করিবা না এই দুই বর আমাকে দেওন। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নরবলি কখন হইল না শ্রীবিক্রমাদিত্য স্ব স্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলি কার এই কথা শুনিয়া সেই দিবস ও বিরত হইলেন।—

ইতি সপ্তবিংশতি কথা।—

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনা

হিরোহন নিবারণার্থ শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করেন হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুদ্রক শাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথিমধ্যে শ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগর প্রান্তে বৃক্ষমূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রীপুরুষের অঙ্গ চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথা তে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্নবিশিষ্ট পাদ চিহ্ন দেখিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদ চিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহা রাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগরপ্রান্তে গমন করিবে এই সন্দেহব্যাকুল চিত্ত হইয়া বসিয়াছেন। ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদ চিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাই কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে পদ্ম চিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাবনাতে বিষণ্ণবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা

উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া জিজ্ঞা সিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এখানে কেন বসিয়া আছ বিষণ্ণবদন বা কেন। পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রক শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত পথশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মা ঙ্কিত দক্ষিণ চরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ বিসম্বাদপ্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি। রাজা পণ্ডি তের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূতদ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মা ঙ্কিত চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে। পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তা হার আকার প্রকার এই রূপ। রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূতদ্বারা অন্বেষণ করাইয়া ঐ পুরুষকে স্বসা ক্ষাতে আনাইলে পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন সেই রূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্য বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে

পারে না অতএব তুমি বিলক্ষনরূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষন অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষনের ফল হইতে পারে না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষন থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালুমূলাদিতে কাকপদ চিহ্নাদি থাকিলে নানাপ্রকার রাজলক্ষনকে নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুমূলেতে কোন ওপায়ে কাকপদ চিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রক শাস্ত্রার্থতত্ব বেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষন আছে। পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষন না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষন থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরা

ভ্যন্তরে কর্ব্বুরযন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরজাল নামে চিহ্ন থাকিবে। রাজা এই কথা শ্রবন করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষকারন ক্ষুর হস্তে লইয়া বাম পার্শ্ব বিদারন করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করিবা এ উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্যদ্বারাই প্রত্যক্ষ হন যে মত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কাহার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসারকপ কার্য্যদ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমান সিদ্ধ হইয়াছেন। তোমারও যাবৎ সুলক্ষনের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুরজাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীরবিদারন করিয়া তৎপ্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থে সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারন না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা

হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইত্যষ্টাবিংশতি কথা সমাপ্তা।—

ঊনত্রিংশৎ পুত্তলিকার কথা।—

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ঊনত্রিংশৎ পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন। এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারীকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশহইতে রাজ সাক্ষাৎ কারণ আসিয়াছি রাজার সাক্ষাতে নিবেদন কর। দ্বারী বৈতালিকের এই বাক্যশ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন। রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাতে নিবেদন করিয়া অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজসাক্ষাতে আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক শত শত স্বর্ণযাষ্টিককর্ত্তৃক সাবধানীকৃত হইয়া রাজসভাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভাবিন্যাসপরি

পাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন বিবেচনা বিচ
ক্ষন শতং ধীসচিব ও কর্ম্ম সচিব নানাবিদ্যা বিখ্যাত
কালিদাসাদি পণ্ডিতবর্গ বেষ্টিত শ্বেতচামরবীজিত বিবিধ
রত্নখচিত স্বর্ণ রাজদণ্ড শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিত এতৎ সিং
হাসনোপরি স্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীবীরবিক্রমাদি
ত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবে
দন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রী প্রভৃ
তিরদের সঙ্গে সাবধানপূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে
আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই । বৈতালিকের এই
বাক্য শ্রবন করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন। বৈতা
লিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর এক হস্তে
অপূর্ব্ব এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর করগ্রহন করিয়া এক পুরুষ
রাজার সাক্ষাতে হটাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে
মহারাজাধিরাজ এ সংসারের মধ্যে কেহ বলেন বিদ্যা
সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে
এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তি বাহুল্য এই দুই
সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন
করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে
সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারন আমাকে যাইতে হইবে

ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিকপ্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাওয়া উপযুক্ত নয়। অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজনরক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধস্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানা প্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমনপর্য্যন্ত পরমযত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজসাক্ষাৎ হইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎ কারে সভাস্থানহইতে আকাশপথে গমন করিলেন ঐ পুরুষের অদৃষ্ট হওয়াপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালানন্তর যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজসভাস্থ যাবল্লোক বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিত্র পুত্তলিকার প্রায় আছেন ইতি মধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল

অনন্তর ছিন্ন চরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামীর ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হন আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্বৎ স্বামির অনুগমনকরা ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামীর সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হওক। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীব লোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহত্যাগ করা কোন ধর্ম্ম অতএব তোমার সংপ্রতি এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয় বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে তবে যে সৎ পুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না। রাজার এই

বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব এ প্রকার করিতে পারিলেও পতিব্রতার ধর্ম্ম রক্ষা হয় কিন্তু এই মনুষ্যশরীরে কামাদি স্বাভাবিক কাম প্রবল শত্রু বিবেকাদি ও সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্নসাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্রসিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিকষ্টসাধ্য। বৈধব্য ধর্ম্ম স্খলন সহজ যেমন স্বামু পার্জ্জিত ধনপুত্রাদিতে ভার্য্যার ধনপুত্রাদিমত্তা তদ্বৎ স্বামি মরনেতে ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহ কালে অগ্নি সাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামিশরীরাভেদপ্রতিজ্ঞাকরণে বিবাহসিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তিরূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তিব্যতিরেকেও থাকেন শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টান্ত এই মনি মন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকা শক্তিব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না এবং মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে যদর্থ প্রানত্যাগ করে তাহার সহিত তাঁহার প্রীতির আত্যন্তি কতা অতএব মহারাজ লোকত ও শাস্ত্রতঃ ও ন্যায়তঃ অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারন করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে

অন্যের বারণ বৃথা হয়। যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জল প্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয়। মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমাণ বটে আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছিলাম সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ। মহারাজ পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন সেই স্ত্রী নিদাঘকালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন সুশীতল জলমধ্যে প্রবেশ করে তদ্বৎ স্বামীর উদ্দেশে দেদীপ্যমান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোকের সহিত মহারাজ ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতরুধির ধারা পরিপ্লুতাঙ্গ হইয়া সভা মধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্যলোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ মহারাজকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হউক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য

শ্রুবন করিয়া কি ওত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিরদের মুখাবলো কন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থানহইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর তোমার মস্ত কের ন্যায় এক মস্তক আমারদের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল। তোমার স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারন না শুনিয়া সহমরন করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়া। ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবল ম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহি লেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরম ধার্ম্মিকতাদি গুন প্রশংসা যত করেন সে সকল কি আমার অদৃষ্ট দোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যান্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক করিতে কর্ত্তব্য নহে আমি অনেক ক্ষন অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এ

কৌতুক নয় প্রমাণ বটে। পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিলাম সংপ্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিঔন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিঔন। রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতা ব্যাঘাত ভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পট্টমহিষীর কর গ্রহণ করিয়া সভাস্থানে ঔপস্থিত হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈতানিক রাজসাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রভাবে মায়াবিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ ঔৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হঔন। রাজা বৈতানিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রানীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে পাণ্ড্যদেশ রাজপ্রেরিত নানাবিধ ধর্ন সঞ্চয় শত শত হস্তী ঘোটকাদি ঔপঢৌন সামগ্রী রাজার সাক্ষাতে ঔপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতানিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঔনত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্ম ভীরু সেই এই সিংহাসনে

বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্বিবেদে বিরত হইলেন।

ইতি ঊনত্রিংশত্তমী কথা সমাপ্তা।—

ত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অন্য এক দিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতৎ সিংহাসনোপবেষ্টু শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য উপাখ্যান শুন। অবন্তী পুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমাণ আপনি জানেন না। ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্কযোগে প্রাসাদারম্ভ করিলেন। তদনন্তর যে দিবস পুষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ প্রাসাদের নির্ম্মাণ করান অন্য দিবস প্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে। এই রূপে অনেক কালে প্রাসাদ প্রস্তুত হইল। তদনন্তর শুভক্ষণ করিয়া সাধুপুত্র সোমদত্ত প্রাসাদ প্রবেশ করিলেন। রাত্রি যোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধুপুত্র শয়ন করিয়া

আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদহইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয় বিস্ময়াপন্নচিত্ত হইয়া কোনহ রূপে তদ্রজনী যাপন করিলেন। পর দিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরম্ভাবধি তাবৎ প্রাসাদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত বিবরন শুনিয়া প্রাসাদ করনে যত ধন ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বিগুন ধন সোমদত্তকে দিয়া প্রাসাদ ক্রয় করিয়া রজনী যোগে প্রাসাদ মধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতোমধ্যে প্রাসাদহইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল। রাজা তচ্ছব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশীঘ্র পড় এই বাক্য কহিলেন। তদনন্তর ঐ প্রাসাদমধ্যে সমস্ত রাত্রিপর্য্যন্ত স্বর্নবৃষ্টি হইল রাজার শয়ন প্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা যত স্বর্নবৃষ্টি হইয়াছিল সে সকল স্বর্ন প্রাসাদসহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভা স্থানে আইলেন। ত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজ রাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্যশালী হও তবে এ সিংহাসনে বস নতুবা বসিলে অমঙ্গল হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পরাবৃত্ত হইলেন।—

ইতি ত্রিংশত্তমী কথা সমাপ্তা।—

একত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কথা।

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজ রাজকে একত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ যে বিক্রম নৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। এক দিবস প্রানন্দস্বগ্রামহইতে বানিজ্য করিবার কারণ এক বনিক্‌পুত্র অবন্তীনগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তীনগরে এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবৎ দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নামভয়ে তাবৎ দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনি লন। পুত্রের মুখহই তে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বনিক্‌ দারিদ্র্য নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মান করিয়া বিক্রয় কারন অবন্তী নগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বনিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসেন এ কি দ্রব্য ইহার মূল্য বা কি। গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বনিক্‌ কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র্য ইহার দশ সহস্র

মুদ্রা মূল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহন করিবে তৎক্ষনে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করিবেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি ওপগত হওন এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙমুখ হইলেন। এই রূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল ওপস্থিত হইল। রাজকীয় দূতেরা রাজসাক্ষাৎ কারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা স্ববাক্যপ্রতিপালন কারন দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লোহময়ী দারিদ্র্য প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজার স্থানে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাত রাজলক্ষ্মি আমার অপরাধী কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র্য যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এইপ্রযুক্ত আমি যাইতেছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এইপ্রযুক্ত যাইতেছ তবে যাও আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদনন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মৈত্র্যাদি

সাত্ত্বিক গুণ সকল এই রূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্যহইতে চলিত হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান হইয়া রাজার নিকট বিদায় মাগিলেন। রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া বিবিধ প্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন ও কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যগুণ কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না করিবা তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র্য পুরুষ গ্রহণ করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশিরশ্ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞতা ব্রত ভঙ্গভয়ে তৎ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গ হস্ত হইয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হবামাত্রে সত্যগুণ রাজার কর ধারণ করিয়া কহিলেন যে হে মহারাজ তোমার ধর্ম্ম নিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কারণ আমি এই বাক্য কহিয়াছিলাম বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক বট ধার্ম্মিক

পুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাতে থাকিলাম। তদনন্তর কিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। একত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র। শ্রী ভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন।—

ইত্যেকত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কথা।—

দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতদ্দ্বাসনোপবেষ্টৃ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ গুণোপাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহপ্রযুক্ত প্রায় যাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজা লোকেরা শস্য মাহার্ঘ্য প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ ব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি. অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এই রূপ পরামর্শ করিয়া অন্য২

রাজার দেশহইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূতপ্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থীরা যে স্থানে যে ভক্ষ্য দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে যাহার যত টাকার দ্রব্য এত দর্থে ব্যয় হইবে সে তত টাকা আমার ভাণ্ডারহইতে পাইবে। এই রূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি ক্রীত শস্য মাত্রোপজীবী সম্প্রতি এক মুদ্রালভ্য শস্য শত মুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্তক সপরিবারে আমারদের প্রাণ রক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। মনে বিচার করিলেন যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষুরদিগকে বারন করি তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকের দিগকে ক্রয়নার্থ নিবারন করি তবে সর্ব্বোপকারিতাব্রত ভঙ্গ হয়। এই রূপ চিন্তান্বিত চিত্ত হইয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা

করিলেন। পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। হে দেবি যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহের অক্ষয় ভক্ষণীয় দ্রব্য হওক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারকর্ত্তা ধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে এক চিন্তামনি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গেরদের স্বাস্থ্যে সুস্থান্তঃকরন হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত মহামাত্রপ্রভৃতিরদের সহিত বিচার করিয়া তীর্থ যাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষমাত্র প্রমানবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল। হে মহারাজ এ সকল সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থযাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলেই বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে

পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্যে ফলাকাঙ্ক্ষীর স্বর্গ হয় ফলাভি সন্ধিরহিতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্ব জ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিল প্রতারককল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞা নিরা নষ্ট হউক কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান সার গ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞা নিরদের যে কথা তাহা শুন যে অজ্ঞানি পুরুষেরা স্বর্গার্থ কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিধ্বস্ত কারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধসূত্র পটের জনক না হন অতএব স্বর্গ মিথ্যা এবং এই যুক্তিতে নরকো মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবি দেহান্তর সম্বন্ধ আত্মার হয় এ কথা নিতান্ত অন্ধ পরম্পরাসিদ্ধ কথার ন্যায় অতএব আত্মার শরীরান্তর প্রাপ্তি মিথ্যা এ প্রযুক্ত স্বর্গ ও নরক ও মর্ত্ত্য এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা দেহাতিরিক্ত আত্মা আ ছেন এ যে কথা গগনকুসুম প্রায় মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃস্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনামাত্র অতএব প্রত্য

ক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্য বুদ্ধি সে অপ্রামানিক কিন্তু অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারন অসদুপদেশমাত্র। শ্রীবিক্রমাদিত্য চার্ব্বাকের এই রূপ নানাপ্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপা বিষ্ট হইয়া কহিলেন আরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাহি এই স্থল মতাবল ম্বনে অনুমানাদি প্রমাণ যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষমাত্র প্র মানি মান তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ আ তান্ত বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্যগ্রহ কিরূপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাহার কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোকে দেখিতেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে আর যদি কখন তুমি স্বশিরশ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃতব্যব হার কর কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর যদি মৃতব্যবহার কর তবে তুমি বিলক্ষন বিচক্ষন বট যদি জীবদ্ব্যবহার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমানের বাধ হইল অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতি রিক্ত সত্ত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ অনুমান প্রমান অবশ্য মানিতে হইবে আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি

তুমি কি আকাশপতিতাগত কিম্বা যৎ কিঞ্চিৎ বংশজাত যদি বল আকাশপতিতাগত তবে তুমি উন্মত্ত যদি বল যৎ কিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার তদ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি ইহাতে বলিবা আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা অমুক বংশজাত ইহা আমি প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি অত এব অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামাণিক বাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ মানিতে হইল। যদি এই রূপ অনুমান শব্দ প্রমাণ মানিলা তবে যাবৎ অনুমানসিদ্ধ এবং শব্দ প্রমাণসিদ্ধ যাব দ্বস্তু অবশ্য মানিবা কিন্তু অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়বৎ বাক্য উপযুক্ত নয় সে সকল কথা যা হউক প্রতিনিয়ত দেশ কাল কারণ জাত শুভাশুভকর্ম্মফল সুখ দুঃখাত্মক শিল্প বর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার ইহার কারণ পর মেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে আত্মচিত্তে বিবেচনা করি য়া বুঝ ন্যূনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যে২ বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবর হ্রদ নদী নদ্যাদিতে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শো ভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেক ভাবে প্রাণিবর্গে আ ছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুনের সীমাস্থান কাহা

কেও অবশ্য বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবা তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা কার্য্য রূপে এবং কারন রূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পানিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না সর্ব্বত্রস্থিত কিন্তু সকলেরি দুর্ল্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটন পটুতরা অতএব তাহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারনস্বরূপা অতএব তাহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বরশক্তির কার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বরশক্তিকে মহা নিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তিসহকারী নির্গুন নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুনক হন। এবম্বিধপরমেশ্বরবিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন যেমন মাতা সন্তানের রোগনিবৃত্তি নিমিত্তক কটুতিক্ত কষায় ঔষধি পান করাবার সময়ে সান্ত্ব

নার নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষধি পান করিলে তোমাকে
মিষ্ট মোদকাদি দিব এই রূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান
করান তদ্বৎ মাতৃরূপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ
মাৎসর্য্যরূপ রোগ নিবৃত্তির কারণ স্বর্গাদিরূপ ফল দর্শা
ইয়া বহ্বায়াসসাধ্য কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তান যেমন রোগনিবৃ
ত্তির ফল সুস্থতা তেমন কামাদিনিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা
অতএব সকল কর্ম্মকাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা যাহার
ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার
ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি তাহার কর্ম্ম মিথ্যাফলক অতএব তুমি
ঈশ্বরনিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে বৃথা কালক্ষে
পন কেন কর। রাজার এই সকল বাক্য শ্রবণ মহৌষধি পানে
চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা পিশাচী পলায়ন করিলেন। চা
র্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল
বাক্য মানিল ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানা
প্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলি
কার এই কথা সমাপ্তি হবামাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র
হইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্র
মাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপলক্ষে রাজারদের যে সকল
উত্তমগুণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম এ সকল গুণ যার

থাকে সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত অন্য রাজা বসিলে তাহার অমঙ্গল সমূহ হয় অতএব আমরা তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম। ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না তুমি আমারদের মহোপকারী তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত স্থাবরভাবহইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গমভাব প্রাপ্ত হইলাম তোমার মঙ্গল হউক পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজরাজকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজরাজ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইতি শ্রীবিক্রমচরিতে দ্বাত্রিংশ ত্তমী পুত্তলিকোপাখ্যান সমাপ্ত হইল।—